প্রথম অধ্যায়

(সাধারণ বিষয়াদি)

সিটি জরিপ বা মহানগর জরিপ মূলতঃ ঢাকা মেট্রোপলিটন শহর এলাকায় ১৯৯৫-২০১০ সময়কালে পরিচালিত সর্বশেষ জরিপ। অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের প্রয়োজনে ঢাকার ভূমির ব্যবহারে যেমন পরিবর্তন এসেছে তেমনি উত্তরাধিকারজনিত বা ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে হস্তান্তর জনিত কারণে ভূমি মালিকানায় ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। বিশেষতঃ আবাসনের প্রয়োজনে ঢাকার বড় বড় প্লট সমুহ অতি ক্ষুদ্রাকার প্লটে বিভক্ত হয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে ভূমি মালিকানার হালনাগাদ খতিয়ান ও নকশা প্রণয়নের জন্য নতুন জরিপের প্রয়োজনীতা অনুভূত হয়।

১. ঢাকা সিটি জরিপের সীমানা ও আয়তনঃ

১.১ অবস্থান :

ঢাকা জেলা ২৩০৫৩ উত্তর অক্ষাংশ থেকে ২৪০০৬ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০০০১ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ থেকে ৯০০৩৭ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। এর মধ্যে ঢাকা শহর বা সিটি এলাকা ২৩০৪৩ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০০০১ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। ঢাকা জেলার আয়তন প্রায় ১৪৬৩.৬০ বঃকিঃমি। এ জেলার উত্তরে- গাজীপুর ও টাঙ্গাইল, পূর্বে- নারায়ণগঞ্জ, দক্ষিণে- মুন্সীগঞ্জ এবং পশ্চিমে- মানিকগঞ্জ জেলা। বর্তমান ঢাকা সিটির আয়তন ৩০৪ বঃকিঃমি (প্রায়)।

১.২ অধিক্ষেত্র :

ঢাকা জেলার তৎকালীন ১৫(পনের)টি থানার ১৩৪.৯৫ বর্গমাইল এরিয়া নিয়ে ঢাকা সিটি জরিপ শুরু করা হয়।

ক্রঃ নং	থানার নাম	মৌজার সংখ্যা	মন্তব্য
০১	উত্তরা	৩৩টি	
০২	গুলশান	২৩টি	
০৩	ক্যান্টনমেন্ট	১০টি	
০৪	তেজগাঁও	০৭টি	
০৫	পল্লবী	১১টি	
০৬	মিরপুর	১৭টি	
০৭	মোহাম্মদপুর	০৮টি	
০৮	ধানমন্ডি	১১টি	
০৯	লালবাগ	০৮টি	
১০	রমনা	০৭টি	
১১	কোতয়ালী	০১টি	
১২	সূত্রাপুর	০৩টি	
১৩	মতিঝিল	০৬টি	
১৪	সবুজবাগ	০৯টি	
১৫	ডেমরা	৩৭টি	
১৫টি থানায় মোট মৌজা-		১৯১টি	

১.৩ থানাওয়ারী মৌজা পরিচিতি:

ঢাকা সিটি জরিপের আওতাধীন ১৯১টি মৌজার তালিকা নিম্নরুপঃ

ক্রঃ নং	থানার নাম	জেলার নাম	মৌজার নাম	জে,এল, নং	মন্তব্য
০১।	উত্তরা	ঢাকা	গ্রাম ভাটুলিয়া	১	
০২।	"	"	আসুতয়া	২	
০৩।	"	"	ধউর	৩	
০৪।	"	"	ভাটুলিয়া	৪	
০৫।	"	"	রাজাবাড়ী	৫	
০৬।	"	"	কামারপাড়া	৬	
০৭।	"	"	রসাদিয়া	৭	
০৮।	"	"	রানাভোলা	৮	
০৯।	"	"	নলভোগ	৯	
১০।	"	"	দিয়াবাড়ী	১০	
১১।	"	"	চন্ডালভোগ	১১	
১২।	"	"	বাইলজুরী	১২	
১৩।	"	"	আব্দুল্লাহপুর	১৩	
১৪।	"	"	ফয়দাবাদ	১৪	
১৫।	"	"	পুরাকৈর	১৫	
১৬।	"	"	দক্ষিন খান	১৬	
১৭।	"	"	মৌসার	১৭	
১৮।	"	"	আনুল	১৮	
১৯।	"	"	উত্তরখান	১৯	
২০।	"	"	মৌসাইদ	২০	
২১।	"	"	উজানপুর	২১	
২২।	"	"	নয়াখোলা	২২	
২৩।	"	"	নির্নী	২৩	
২৪।	"	"	নির্নীচক	২৪	
২৫।	"	"	গোবিন্দপুর	২৫	
২৬।	"	"	চামুরখান	২৬	
২৭।	"	"	আমাইয়া	২৭	
২৮।	"	"	কাশকাড়া	২৮	
২৯।	"	"	পলাশিয়া	২৯	
৩০।	"	"	ছোট পলাশিয়া	৩০	
৩১।	"	"	স্নানঘাটা	৩১	
৩২।	উত্তরা	ঢাকা	ভাটুরিয়া	৩২	
৩৩।	"	"	বাওথার	৩৩	
৩৪।	পল্লবী	"	বাউনিয়া	১	
৩৫।	"	"	দ্বিগুন	২	
৩৬।	"	"	আগুন্দা	৩	
৩৭।	"	"	গড়ানচট বাড়ী	৪	
৩৮।	"	"	পাতরুল	৫	
৩৯।	"	"	দুয়ারী পাড়া	৬	
৪০।	"	"	মারুল	৭	
৪১।	"	"	চাকুলী	৮	
৪২।	"	"	চকদ্বিগুণ	৯	
৪৩।	"	"	সেকেরকলসী	১০	
৪৪।	"	"	উঃ সেনপাড়াপর্বতা	১১	
৪৫।	মিরপুর	"	মহরমবাড়ী	১	
৪৬।	"	"	নবাবের বাগ	২	
৪৭।	"	"	বিশিল	৩	
৪৮।	"	"	ছোটদিয়াবাড়ী	৪	
৪৯।	"	"	জহুরাবাদ	৫	
৫০।	"	"	পূর্ব কান্দর	৬	
৫১।	"	"	খোজারবাগ	৭	
৫২।	"	"	বসুপাড়া	৮	
৫৩।	"	"	পশ্চিম কান্দর	৯	

৫৪।	"	"	হরিরামপুর	১০	
৫৫।	"	"	আনন্দনগর	১১	
৫৬।	"	"	মিরপুর	১২	
৫৭।	"	"	নন্দারবাগ	১৩	
৫৮।	"	"	ছোট সায়েক	১৪	
৫৯।	"	"	বড় সায়েক	১৫	
৬০।	"	"	পাইকপাড়া	১৬	
৬১।	"	"	সেনপাড়া পর্বতা	১৭	
৬২।	ক্যান্টনমেন্ট	"	সোলপুর	১	
৬৩।	"	"	পশ্চিমখান	২	
৬৪।	ক্যান্টনমেন্ট	ঢাকা	জোয়ার সাহারা	৩	
৬৫।	"	"	ধামাল কোট	৪	
৬৬।	"	"	ইব্রাহিমপুর	৫	
৬৭।	"	"	কাফরুল	৬	
৬৮।	"	"	লালাসরাই	৭	
৬৯।	"	"	ছোট মগবাজার	৮	
৭০।	"	"	ফাতেমা নগর	৯	
৭১।	"	"	খোশখানা	১০	
৭২।	গুলশান	"	বরুয়া	১	
৭৩।	"	"	তালনা	২	
৭৪।	"	"	ঢেলনা	৩	
৭৫।	"	"	মস্তুল	৪	
৭৬।	"	"	পাতিরা	৫	
৭৭।	"	"	ডুমনী	৬	
৭৮।	"	"	বড়কাঠালদিয়া	৭	
৭৯।	"	"	ছোট বেরাইদ	৮	
৮০।	"	"	বড় বেরাইদ	৯	
৮১।	"	"	পূর্বহাররদিয়া	১০	
৮২।	"	"	নিগুরআপ্লাইদ	১১	
৮৩।	"	"	পশ্চিম হাররদিয়া	১২	
৮৪।	"	"	সাতারকুল	১৩	
৮৫।	"	"	সুতিভোলা	১৪	
৮৬।	"	"	ভাটারা	১৫	
৮৭।	"	"	সামাইর	১৬	
৮৮।	"	"	গুলশান আ/এ	১৭	
৮৯।	"	"	করাইল	১৮	
৯০।	"	"	মহাখালী	১৯	
৯১।	"	"	বনানী আ/এ	২০	
৯২।	"	"	পশ্চিম উলুন	২১	
৯৩।	"	"	বাড্ডা	২২	
৯৪।	"	"	উঃ মেরাদিয়া	২৩	
৯৫।	তেজগাঁও	"	শেরেবাংলানগর	১	
৯৬।	তেজগাঁও	ঢাকা	শুক্রাবাদ	২	
৯৭।	"	"	রাজাবাজার	৩	
৯৮।	"	"	তেজতুরীবাজার	৪	
৯৯।	"	"	তেজগাঁও	৫	
১০০।	"	"	তেজগাঁও শি/এ	৬	
১০১।	"	"	কাওরান	৭	
১০২।	মোহাম্মদপুর	"	রামচন্দ্রপুর	১	
১০৩।	"	"	উত্তর আদাব	২	
১০৪।	"	"	মোহাম্মদপুর আ/এ	৩	
১০৫।	"	"	আদাব চক	৪	
১০৬।	"	"	লালমাটিয়া আ/এ	৫	
১০৭।	"	"	কাটাসুর	৬	
১০৮।	"	"	সরাই জাফরাবাদ	৭	
১০৯।	"	"	সুলতানগঞ্জ	৮	
১১০।	ধানমন্ডি	"	শ্রীখন্ড	১	

১১১।	"	"	বারৈখালী	২	
১১২।	"	"	রাজমুশুরী	৩	
১১৩।	"	"	উঃ সোনাটেঙ্গার	৪	
১১৪।	"	"	দঃ সোনাটেঙ্গার	৫	
১১৫।	"	"	ছোট শিকারী টোলা	৬	
১১৬।	"	"	গজমহল	৭	
১১৭।	"	"	বীর বন্দকা ছড়া	৮	
১১৮।	"	"	শিবপুর	৯	
১১৯।	"	"	ধানমন্ডি আ/এ	১০	
১২০।	"	"	ধানমন্ডি	১১	
১২১।	লালবাগ	"	কালুনগর	১	
১২২।	"	"	এনায়েতগঞ্জ	২	
১২৩।	"	"	চর কামরাঙ্গী	৩	
১২৪	"	"	নবাব চর	৪	
১২৫।	"	"	বাগচান খা	৫	
১২৬।	"	"	হাজারী বাগ	৬	
১২৭।	"	"	নতুন পল্টনের লাইন	৭	
১২৮।	লালবাগ	ঢাকা	লালবাগ	৮	
১২৯।	রমনা	"	সিদ্ধেশ্বরী	১	
১৩০।	"	"	বড় মগবাজার	২	
১৩১।	"	"	কাকরাইল	৩	
১৩২।	"	"	বাগনোয়াদ্দা	৪	
১৩৩।	"	"	মাহমুদ নগর	৫	
১৩৪।	"	"	সলিমুল্লাবাদ	৬	
১৩৫।	"	"	রমনা	৭	
১৩৬।	কোতয়ালী	"	ঢাকা	১	
১৩৭।	সূত্রাপুর	"	ওয়ারী	১	
১৩৮।	"	"	হাসানপুর	২	
১৩৯।	"	"	সূত্রাপুর	৩	
১৪০।	মতিঝিল	"	দক্ষিন শহর খিলগাঁও	১	
১৪১।	"	"	পশ্চিম রাজারবাগ	২	
১৪২।	"	"	শান্তিনগর	৩	
১৪৩।	"	"	পুরাতন পল্টনের লাইন	৪	
১৪৪।	"	"	উঃ ব্রাম্মনচিরন	৫	
১৪৫।	"	"	মতিঝিল	৬	
১৪৬।	সবুজবাগ	"	উলুন	১	
১৪৭।	"	"	শহর খিলগাঁও	২	
১৪৮।	"	"	মেরাদিয়া	৩	
১৪৯।	"	"	গোড়ান	৪	
১৫০।	"	"	নন্দিপাড়া	৫	
১৫১।	"	"	দক্ষিনগাঁও	৬	
১৫২।	"	"	রাজারবাগ	৭	
১৫৩।	"	"	পূর্ব ব্রাম্মনচিরন	৮	
১৫৪।	"	"	মান্ডা	৯	
১৫৫।	ডেমরা	"	গজারিয়া	১	
১৫৬।	"	"	উঃ নন্দিপাড়া	২	
১৫৭।	"	"	নাছিরাবাদ	৩	
১৫৮।	"	"	গৌরনগর	৪	
১৫৯।	"	"	উত্তর দুর্গাপুর	৫	
১৬০।	ডেমরা	ঢাকা	পূর্ব নন্দিপাড়া	৬	
১৬১।	"	"	পশ্চিম দুর্গাপুর	৭	
১৬২।	"	"	আমুলিয়া	৮	
১৬৩।	"	"	বালুধীত পুর	৯	
১৬৪।	"	"	পূর্ব দুর্গাপুর	১০	
১৬৫।	"	"	ঠুলঠুলিয়া	১১	
১৬৬।	"	"	মেন্দিপুর	১২	
১৬৭।	"	"	কায়েতপাড়া	১৩	

১৬৮।	"	"	ডেমরা	১৪	
১৬৯।	"	"	কামারঘোপ	১৫	
১৭০।	"	"	নড়াইবাগ	১৬	
১৭১।	"	"	পয়টি	১৭	
১৭২।	"	"	সুন্না	১৮	
১৭৩।	"	"	দামরীপাড়া	১৯	
১৭৪।	"	"	মাতুয়াইল	২০	
১৭৫।	"	"	ব্রাম্মনচিরন	২১	
১৭৬।	"	"	কাজীরবাগ	২২	
১৭৭।	"	"	যাত্রাবাড়ী	২৩	
১৭৮।	"	"	দয়াগঞ্জ	২৪	
১৭৯।	"	"	গেন্ডারিয়া	২৫	
১৮০।	"	"	জুরাইন	২৬	
১৮১।	"	"	আইলবহর	২৭	
১৮২।	"	"	শ্যামপুর	২৮	
১৮৩।	"	"	কদমতলী	২৯	
১০৪।	"	"	দনিয়া	৩০	
১৮৫।	"	"	পাড়াডগার	৩১	
১৮৬।	"	"	ডগার	৩২	
১৮৭।	"	"	বামৈল	৩৩	
১৮৮।	"	"	দেইল্যা	৩৪	
১৮৯।	"	"	ঘোপদক্ষিন	৩৫	
১৯০।	"	"	সারুলিয়া	৩৬	
১৯১।	"	"	জোকা	৩৭	

উল্লেখ্য, বর্তমানে প্রশাসনিক সুবিধার্থে এ ১৫টি থানাকে পুনর্বিন্যস্ত করে অনেক নতুন থানার সৃষ্টি করা হয়েছে। বর্তমানে মেট্রোপলিটন এরিয়ায় মোট থানার সংখ্যা ৪৯টি। নবগঠিত থানাগুলো হলো (বর্ণাণুক্রমিক অনুসারে) আদাবর থানা, উত্তরখান থানা, ওয়ারী থানা, কামরাঙ্গীচর থানা, কাফরুল থানা, কলাবাগান থানা, কদমতলী থানা, খিলগাঁও থানা, খিলক্ষেত থানা, গেন্ডারিয়া থানা, চকবাজার থানা, তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানা, তুরাগ থানা, দারুস সালাম থানা, নিউমার্কেট থানা, পল্টন মডেল থানা, বিমানবন্দর থানা, বাড্ডা থানা, বংশাল থানা, বনানী থানা, ভাষানটেক থানা, ভাটারাথানা, যাত্রাবাড়ী থানা, রামপুরা থানা, রুপনগর থানা, শ্যামপুর থানা, শেরেবাংলানগর থানা, শাহবাগ থানা, শাহআলী থানা, শাহজাহানপুর থানা, হাজারীবাগ থানা।

১.৪ ঢাকা নামের মিথঃ

ঢাকা নামের উৎপত্তি সর্ম্পকে বেশ কিছু মত প্রচলিত রয়েছে যেমন, (ক) এক সময় এ অঞ্চলে প্রচুর ঢাক গাছ বা বুটি ফ্রনডোসা ছিল, উক্ত গাছের নামানুসারে এলাকার নাম হয়েছে ঢাকা; খ) গুপ্ত অবস্থায় থাকা দূর্গা দেবীকে (ঢাকা-ঈশ্বরী) এ স্থানে পাওয়া যায় বলে এ নগরীর নাম ঢাকা; গ) রাজধানী উদ্বোধনের দিনে ইসলাম খানের নির্দেশে এখানে ঢাক অর্থাৎ ড্রাম বাজানো হয়েছিল; আবার কেউ কেউ বলেন সুবেদার ইসলাম খাঁ ঢাকায় এসে দেখেন কিছু লোক ঢাক বাজিয়ে পুঁজো করছে। তিনি ৩জন কর্মচারীকে তিন দিকে পাঠিয়ে যতদূর ঢাকের আওয়াজ পান সেই পর্যন্তকে ঢাকার সীমানা নির্ধারণ করেন; ঘ) কারো কারো মতে "ঢাকা ভাষা' নামে একটি প্রাকৃত ভাষার প্রচলন ছিল, সেই ভাষার নামানুসারে এলাকার নাম ঢাকা হয়েছে; ঙ) কারো কারো মতে এলাহাবাদ শিলালিপিতে উল্লেখিত সমুদ্রগুপ্তের পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য "ডাবেকা" হলো ঢাকা। ধারণা করা হয় এ সকল মতের যে কোনটি অথবা একাধিক কারণে এ জনপদ ঢাকা হিসেবে খ্যাতি লাভ করে।

১.৫ ঢাকার বিকাশঃ

ঢাকা বাংলাদেশের বর্তমান রাজধানী এবং বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম মেগাসিটি। ঢাকার রয়েছে গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস ও ঐতিহ্য। ঢাকা নগরীর ইতিহাস প্রায় ৪০০ বছরের পুরনো। প্রাক-মুসলিম আমলে ঢাকা নগরীর রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক গুরুত্ব সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। তবে সুলতানী আমলে এটি একটি নগর কেন্দ্র হিসেব গড়ে উঠে। সম্রাট আকবরের আমলের বিভিন্ন গ্রন্থে যেমনঃ

আকবরনামা ও আইন-ই-আকবরীতে থানা/পরগনা হিসেবে ঢাকার উল্লেখ পাওয়া যায়। মূলতঃ মোগল আমলে প্রাদেশিক রাজধানীর মর্যাদা পাওয়ার পরই ঢাকা ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করে।১৬১০ খ্রিস্টাব্দে মোগল সুবেদার ইসলাম খান চিশতি বাংলার রাজধানী রাজমহল থেকে ঢাকায় স্থানান্তর করেন এবং সম্রাট জাহাঙ্গীরের নামানুসারেএর নাম দেন জাহাঙ্গীরনগর। প্রশাসনিকভাবে জাহাঙ্গীরনগর নাম হলেও লোকমুখে এবং বিভিন্ন বর্ণনাতে ঢাকা নামটিই থেকে যায়। কালের আবর্তে ঢাকা নামটিই স্থায়ী হয়ে যায়। ঢাকার ভৌগলিক অবস্থান রাজধানী হিসেবে এর প্রতিষ্ঠালাভে বিশেষ সহায়ক হয়েছে। বুড়িগঙ্গা ও এর উৎস নদী ধলেশ্বরী অন্যান্য বড় বড় নদীর মাধ্যমে বাংলার প্রায় সবকটি জেলার সঙ্গে ঢাকার সংযোগ স্থাপন করেছে। যোগাযোগের সুবিধা ছাড়াও প্রাচীন শাসকগণ প্রতিরক্ষাগত দিক থেকে ঢাকার সুবিধাজনক অবস্থান গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতেন।

মোগল আমলে প্রাদেশিক রাজধানী ঘোষিত হওয়ার পর থেকেই ঢাকার ক্রমবৃদ্ধি ঘটতে থাকে। প্রশাসনিক প্রয়োজন ও সরকারী কর্মকান্ড বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শহরটি সম্প্রসারিত হতে থাকে। বুড়িগঙ্গার তীর থেকে শহর ক্রমশঃ উত্তর দিকে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৬৬৬ সালেঢাকার বিস্তৃতি ছিল ৪০ মাইল মর্মে ইংরেজ পর্যটক থমাস বাউরি উল্লেখ করেছেন।ঢাকার বিভিন্ন অংশের নাম থেকে (যা বর্তমানে বিদ্যমান) শহরটির উদ্ভব ও বিকাশ সর্ম্পকে ধারণা পাওয়া যায়। যেমন, সেনা ছাউনি থেকে উর্দু রোডের নামকরণ হয়েছে। দিউয়ান বাজার, বখশী বাজার, মুঘলটুলি, হাজারিবাগ, পিলখানা, অতীশখানা, মাহুৎটুলি ইত্যাদি নাম থেকে বোঝা যায় যে, এসব স্থান এককালে মোগল সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তা এবং তাদের অধীনস্তদের বসতি ছিল। বাণিজ্যিক এবং পেশাগত প্রয়োজনেও এ শহরের বিকাশে ভূমিকা রেখেছে। কায়েৎটুলি নামটি মোগল প্রশাসনে নিয়োজিত কায়েৎদের বসতির ধারণা দেয়। তাঁতি বাজার, শাঁখারি বাজার, বানিয়ানগর, কামারনগর প্রভৃতি নামের স্থানগুলিতে হিন্দু পেশাজীবীদের বসতি ছিল। গঞ্জ নামযুক্ত স্থানগুলি যেমন, নওয়াবগঞ্জ, আলমগঞ্জ ইত্যাদি বাণিজ্যিক প্রয়োজনে গড়ে ওঠে। অন্যদিকে দেউড়ি নামযুক্ত স্থানগুলি জমিদারী কর্মকান্ডের সাথে সম্পর্কিত। মোগল শাসনের শেষদিকে ১৭১৭ খ্রিষ্টাব্দে মুর্শিদকুলি খান বাংলার রাজধানী ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তর করলে ঢাকা কিছুটা গুরুত্ব হারায়। পরবর্তী বৃটিশ উপনিবেশিক শাসনামলেও ঢাকা অবহেলার শিকার হয়। ১৯০৫সালে ঢাকাকে নবগঠিত পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের রাজধানী ঘোষণা করা হলে প্রাণচাঞ্চল্য ফিরে আসে। প্রশাসনিক প্রয়োজনে পুনরায় নগর সম্প্রসারিত হওয়া শুরু করে। ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হলে পুনরায় ঢাকা এর জৌলুস হারায়। তবে ১৯২১ সালে ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ছিল সুদূরপ্রসারী ঘটনা যা এতদঞ্চলের অধিবাসীদের শাসন ও স্বাধীনতার পথে প্রেরণা দিয়েছে। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর ঢাকা পূর্ব পাকিস্তান তথা পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক রাজধানীর মর্যাদা লাভ করে এবং তখন অনেক সরকারী দপ্তর ঢাকায় স্থাপিত হয়। প্রশাসনিক প্রয়োজনে ঢাকার পরিধি তখন পুনরায় বৃদ্ধি পেতে থাকে। অবশেষে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হলে ঢাকা স্বাধীন সার্বভৌম এই দেশের রাজধানীর মর্যাদা লাভ করে। এভাবে কাল পরিক্রমায় ঢাকা নগরী রাজনৈতিক ক্ষমতা, প্রশাসনিক কার্যকলাপ এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে দেশের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

১.৬ <u>নদ -নদীঃ</u>

ঢাকা বুড়িগঙ্গা নদীর উত্তর তীরে অবস্থিত। বুড়িগঙ্গা ধলেশ্বরী নদী হতে উৎপন্ন হয়ে প্রায় ২৭ মাইল প্রবাহিত হওয়ার পর ঢাকার ৮ মাইল দূরে ফতুল্লার নিকট পুনরায় ধলেশ্বরী নদীতে পড়েছে। রায় (পৃ. ১১)উল্লেখ করেন যে, ঢাকা শহরের সংলগ্ন অংশে শুস্ক মৌসুমে নদীর প্রশস্থতা১০-১২ চেইন বজায় থাকতো। বর্তমানে এ নদীটি মৃত প্রায়। শিল্প কারখানার বর্জ্য এবং মনুষ্য বর্জ্য দ্বারা এর দূষণের মাত্রা এতই বেশী যে, এ নদীতে মৎস্য ও অন্যান্য জলজ প্রাণী প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। প্রাচীন বর্ণনাসমুহে ঢাকা জেলার অন্যান্য নদী বা রিভার সিস্টেম এর সঙ্গেবুড়িগঙ্গার সংযোগকারী অনেক খালের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু বর্তমানে বাস্তবে অধিকাংশ খাল নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। বংশী, বালু, তুরাগ, শীতলক্ষ্যা, কালীগঙ্গা প্রভৃতি নদী ঢাকা শহর ও সংলগ্ন এলাকার জন জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

শিল্পী ফ্রেডেরিক উইলিয়াম আলেকজান্ডার ডি ফ্রেডেরিক এর আঁকা (১৮৬১ খ্রিঃ) বুড়িগঙ্গার তীরে ঢাকার ছবি

১.৭ আবহাওয়াঃ

ঢাকার আবহাওয়া মূলতঃ গ্রীষ্মমন্ডলীয়, উষ্ণ, আর্দ্র। বার্ষিক সর্বোচ্চ গড় তাপমাত্রা ৩৪.৫° সে. এবং সর্বনিম্ন ১১.৫° সেন্ট্রিগ্রেড এবং বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ২১২৩ মিলিমিটার। বৃষ্টিপাতের শতকরা ৮৭ ভাগ মে থেকে অক্টোবর মাসের মধ্যে হয়ে থাকে। সমুদ্র সমতল থেকে ঢাকার গড় উচ্চতা প্রায় ৪ মিটার (১৩.১২ ফুট)।

১.৮ ঢাকার সংক্ষিপ্ত ইতিহাসঃ

সপ্তম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত পাল ও সেন বংশ ঢাকা জেলা শাসন করেন। ষোড়শ শতাব্দিতে সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে ঢাকা ছোট্র একটি থানা বা মিলিটারী আউটপোষ্ট হিসাবে গড়ে উঠে। তখন এর আয়তন ছিল মাত্র ০২ বর্গকিলোমিটার এবং জনসংখ্যা মাত্র তিন হাজার। ১৬১০খ্রিষ্টাব্দে সুবেদার ইসলাম খান ঢাকায় তাঁর রাজধানী স্থাপন করেন। আঠারো শতকের শুরুতে মুর্শিদকুলি খাঁ বাংলার রাজধানী ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তর করার পর ঢাকা রাজনৈতিক গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে। বৃটিশ শাসনামলে ঢাকা বেশ অবহেলার শিকার হয়। ১৮০০ সালে ঢাকার জনসংখ্যা ছিল প্রয় দুইলক্ষ অথচ ১৮৭৩ সালে এ সংখ্যা মাত্র একান্ন হাজারে নেমে আসে।১৮৫৭ সালে উপমহাদেশের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধে ঢাকার সিপাহীরাও অংশ নিয়ে বিদ্রোহ করেন। এ বিদ্রোহ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলে ইংরেজ সরকার সিপাহীদের অনেককে আন্টাঘর ময়দানে (ভিক্টোরিয়া পার্ক পরবর্তীতে বাহাদুর শাহ পার্ক) ফাঁসি দিয়ে হত্যা করে।

১৯০৫ সালে পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের রাজধানী ঘোষিত হলে ঢাকার পুনরুত্থান শুরু হয়। ১৯৪১ সালের হিসেব অনুযায়ী ঢাকার জনসংখ্যা ছিল ২,৩৯,৭২৮ জন এবং আয়তন ছিল ২৫ বঃকিঃমিঃ। এই সময়ে রাজধানী না হলেও ঢাকা ছিল পূর্ববঙ্গের ব্যবসা-বাণিজ্যের মূল কেন্দ্র। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পর ঢাকা নগরীকে পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী হিসেবে ঘোষণা করা হয়। তখন রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, বাণিজ্যিক ও শিক্ষার কারণে ঢাকায় প্রচুর মানুষের আগমন ঘটে। ১৯৬১ সালে ঢাকার জনসংখ্যা দাড়ায় ৭,১৮,৭৬৬ জন এবং আয়তন ১২৫ বঃকিঃমি। ১৯৭৪ সালে ঢাকার জনসংখ্যা ছিল ২০,৬৮,৩৫৩ জন এবং শহরটি তখন থেকে চর্তুদিকে বর্ধিত হতে শুরু করে। ২০১১ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ঢাকার জনসংখ্যা প্রায় ৭৫ লক্ষ। আদিঢাকাইয়াদের বৈশিষ্টপূর্ণ কৃষ্টি-সংস্কৃতি ছাপিয়ে বর্তমানে বহু বর্ণ ও ধর্মের মানুষের মিলনমেলা ঢাকা আধুনিক এক মেগাসিটিতে পরিণত হয়েছে। এদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রতিটি ঘটনার সাথে ঢাকা শহরের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। যেমন, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৬৬ সালের ৬ দফা আন্দোলন, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে (সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণ এবং ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পাক বাহিনীর আত্মসমর্পণ দলিলে স্বাক্ষর প্রভৃতি ঘটনার কেন্দ্রস্থল এ ঢাকা শহরই। স্মর্তব্য যে, ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ঢাকার অধিবাসীরা ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ ও লুণ্ঠণের শিকার হন।

আধুনিকঢাকাঃ আলো ঝলমলে স্কাইলাইন সমৃদ্ধ ঢাকা (সার্ক ফোয়ারা সংলগ্ন এলাকার ছবি)

১.৯ প্রশাসনঃ

১৭৭২ সালে প্রাক্তন ঢাকা নেয়াবত থেকে ঢাকা জেলা সৃষ্টি করা হয়। পরবর্তীতে বেশ কয়েকবার সীমানা পুনর্বিন্যাস এর মাধ্যমে বর্তমান সীমানা নির্ধারিত হয়েছে। বর্তমানে ঢাকা মহানগর ছাড়াও ৫টি উপজেলা যথা সাভার, কেরানীগঞ্জ, ধামরাই, নবাবগঞ্জ ও দোহার এ জেলার অন্তর্ভুক্ত। ঢাকা সিটি কর্পোরেশনে ৯২টি ওয়ার্ড ও ৮৫৫ টি মহল্লা রয়েছে। ঢাকা মহানগরীতে বর্তমানে পুলিশ থানার সংখ্যা ৪৯ (ডিএমপি)। ভূমি রাজস্ব প্রশাসন ব্যবস্থায় ঢাকা মহানগরীকে ১১টি সার্কেলে বিভক্ত করা হয়েছে। সার্কেলগুলি হলো-গুলশান সার্কেল, ক্যান্টনমেন্ট সার্কেল, তেজগাঁও সার্কেল, মিরপুর সার্কেল, মোহাম্মদপুর সার্কেল, ধানমন্ডি সার্কেল, লালবাগ সার্কেল, রমনা সার্কেল, কোতয়ালী সার্কেল, মতিঝিল সার্কেল ও ডেমরা সার্কেল। সার্কেলওয়ারী মৌজাসমুহের তালিকা এ্যাপেনডিক্স তে সংযোজিত হলো। উল্লেখ্য যে, ১লা আগষ্ট ১৮৬৪ সালে ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটি গঠন করা হয়। এর পূর্ব পর্যন্ত ১৮২৩ সালে গঠিত "টাউন" ইমপ্রুভমেন্ট কমিটি'র তত্ত্বাবধানে উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালিত হতো। ১৮৪০ সালে টাউন ইমপ্রুভমেন্ট কমিটির স্থলে "ঢাকা কমিটি' গঠিত হয়। ঢাকার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বা কালেক্টর পদাধিকারবলে এ কমিটির চেয়ারম্যান হতেন। ১৮৮৪ সালে প্রথম নির্বাচিত জন প্রতিনিধিদের মাধ্যমে মিউনিসিপালিটি পরিচালনার বিধান করা হয়। তখন থেকে একজন চেয়ারম্যান, একজন ভাইস চেয়ারম্যান এবং দুই তৃতীয়াংশ কমিশনার নির্বাচিত হতেন। আনন্দ চন্দ্র রায় ছিলেন প্রথম নির্বাচিত চেয়ারম্যান। ১৯৬০ সালে সরকার ঢাকা শহর এলাকাকে ২৫টি ইউনিয়নে বিভক্ত করেন যা ১৯৬৪ সালে ৩০টিতে উন্নীত হয়। স্বাধীনতার পরে পৌরসভা অধ্যাদেশ, ১৯৭৬ এর মাধ্যমে ঢাকাকে পঞ্চাশটি ওয়ার্ডে বিভক্ত করা হয় এবং সরাসরি ভোটে ওয়ার্ড কমিশনার নির্বাচনের বিধানও করা হয়। ১৯৮২ সালে মিরপুর এবং গুলশান মিউনিসিপালিটিকে ঢাকা মিউনিসিপালিটির সঙ্গে একত্রিত করা হয়। ১৯৯০ সালে ঢাকা মিউনিসিপাল কর্পোরেশনকে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন হিসাবে নাম করণ করা হয় এবং একে ১০টি জোনে বিভক্ত করা হয়। ১৯৯৩ সালে সিটি কর্পোরেশনকে ৯০টি ওয়ার্ডে বিভক্ত করা হয়। সিটি কর্পোরেশন এর মেয়র এবং প্রত্যেক ওয়ার্ড থেকে একজন করে কমিশনার নাগরিকদের সরাসরি ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হন। বর্তমানে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড সংখ্যা ৯২। এ শহরের বর্তমান আয়তন ৩০৪ বর্গ কিমি (প্রায়)।

১.১০ জনসংখ্যাঃ

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসেব অনুযায়ী ২০১১ সালে ঢাকা জেলার মোট জনসংখ্যা ১,২০,৮৪,৩৯৭ জন; এর মধ্যে ৭৪,২৩,১৩৭ জন ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় বসবাস করেন। জনসংখ্যার ৫৫.২৪% পুরুষ এবং ৪৪.৭৬%মহিলা । ঢাকায় জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতিবর্গ কিলোমিটারে ৮,২২৯ জন। ঢাকার অধিবাসীদের শিক্ষার হার ৭০.৫%।

১.১১ ঢাকার গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাঃ

সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্ট, মহামান্য রাষ্ট্রপতির বাসভবন (বঙ্গভবন), প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন (গণভবন), জাতীয় সংসদ ভবন, বাংলাদেশ সচিবালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক ভবন (কেন্দ্রীয় ব্যাংক), বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল, এন আই এলজি, এলজিইডি ভবন, বিভিন্ন দেশের দূতাবাস, জাতীয় জাদুঘর, জাতীয় শিশু পার্ক, জাতীয় চিড়িয়াখানা,, জীবনবীমা ভবনসহ বিভিন্ন সরকারী দপ্তরেরপ্রধান কার্যালয়, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানও বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থার প্রধান অফিসসমূহ ঢাকা শহরে অবস্থিত।

জাতীয় সংসদ ভবনঃ বিশ্বখ্যাত স্থপতি লুই আই কানের স্থাপত্যে ২০৮ একর জমির উপর নির্মিত এ ভবনের উদ্বোধন করা হয় ১৯৮২ সালে।

১.১২ পার্ক ও লেক সমূহঃ

রমনা পার্ক ঢাকার একমাত্র পরিকল্পিত উদ্যান যা লন্ডনের কিউই গার্ডেনের আদলে তৈরী। বৃটিশ উদ্যান বিশারদ আর এল প্রাউড লকের নিসর্গ পরিকল্পনায় ১৯০৮ সালে এর কাজ শুরু হয় এবং ২০ বছর ধরে তা চলে। বর্তমানে প্রায় ২২০ প্রজাতির ফুল, ফলজ, বনজ ওষধি, লতা-গুল্ম রয়েছে। রমনা পার্কের মোট আয়তন ৬৮.৫০ একর। ঢাকা শহরের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য পার্ক গুলি হলো সোহরাওর্য়াদী উদ্যান, জাতীয় শিশু পার্ক, বাহাদুর শাহ পার্ক (ভিক্টোরিয়া পার্ক), ন্যাশনাল বোটানিক্যাল গার্ডেন, বলধা গার্ডেন পার্ক, চন্দ্রিমা উদ্যান, গুলশান পার্ক এবং ঢাকা চিড়িয়াখানা ইত্যাদি। ঢাকা শহরের অধিকাংশ পুরনো দীঘি ও পুকুর ভরাট হয়ে গিয়েছে। গঙ্গাসাগর ঢাকার একমাত্র প্রাচীন দীঘি যা এখনো টিকে আছে। কথিত আছে মোগল সম্রাট আকবর ষোল শতকের শেষের দিকে বাংলাবিজয়ের উদ্দেশ্যে সেনাপতি মানসিংহকে এ এলাকায় পাঠান।তখন এ এলাকায় পানীয়জলের খুব অভাব ছিল। মানসিংহ তাঁর সৈন্যসামন্ত দিয়ে বিরাট একটি দিঘি খনন করেন। নাম দেন গঙ্গাসাগর ।বাসাবোর পূর্ব প্রান্তের দিঘিটিআদিতে রাজারবাগ মৌজার অধীন ছিল। বর্তমানে স্থানটি সবুজবাগ থানার অর্ন্তগত।এটি খনন হওয়ার পর এ এলাকার সাধারণ মানুষের পানীয়জলের সমস্যা দূর হয়। শুধু তাই নয়, দিঘিটি ক্রমেই হয়ে উঠে তীর্থক্ষেত্র। পরবর্তী সময়ে দিঘিটিকে কেন্দ্র করে নির্মিত হয় বেশ কিছু মন্দির। এসব মন্দিরের মধ্যে আছে শ্রীশ্রী বরদেশ্বরী কালীমতা মন্দির, শিব মন্দির, শীতলা মন্দির, বিশ্বকর্মা মন্দির, লোকনাথ মন্দির ইত্যাদি। দিঘির উত্তর-পশ্চিম কোণে রয়েছে একটি শ্মশান এবং শ্মশান কালীমন্দির।দিঘিটির আয়তন প্রায় ৪ দশমিক ৫০ একর। উওর-দক্ষিণ লম্বালম্বি এ দিঘির তিনটি ঘাট রয়েছে। এ দিঘিতে সারা বছরই পানি থাকে। একসময় এর পানি স্বচ্ছ ও সুপেয় থাকলেও এখন আর নেই। এই দিঘির আশপাশ এলাকার কয়েক লাখ লোক এর ওপর নির্ভরশীল। দিঘিটি জীববৈচিত্রের অফুরন্ত আধাঁর। এতে নানা ধরনের মাছ ছাড়া অন্যান্য জলজ প্রাণীও রয়েছে।

ঢাকা শহরের অবশিষ্ট জলাধারগুলোর মধ্যে ক্রিসেন্ট লেক, ধানমন্ডি লেক, বারিধারা-গুলশান লেক, বনানী লেক, উত্তরা লেক এবং হাতিরঝিল বেগুনবাড়ী লেক উল্লেখযোগ্য। ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের অতি সন্নিকটবর্তী হাতিরঝিল প্রকল্প ইতোঃমধ্যে এর নয়নাভিরাম সৌন্দর্য্যে অগণিত দর্শনার্থীদের অবসর বিনোদন স্থান হিসেবে মোহিত করছে।

বারিধারা লেকঃ ঢাকা শহরের অবশিষ্ট জলাধারসমুহের একটি।

১.১৩ প্রাচীন নিদর্শনাদি ও প্রত্নসম্পদঃ

ঢাকা প্রাচীন প্রত্ন নিদর্শনে বেশ সমৃদ্ধ। উল্লেখযোগ্য প্রত্নতাত্ত্বিক নির্দশনের মধ্যে রয়েছেঃ লালবাগের কেল্লা ও পরী বিবির সমাধি। মোগল শাহজাদা আজম ১৬৭৮ সালে কেল্লার নির্মাণ কাজ শুরু করেন। তিনি সে বছরই দিল্লী ফিরে গেলে পরবর্তী সুবেদার শায়েস্তা খান এর কাজ পুনরায় আরম্ভ করেন। অর্থনৈতিক সংকটের কারণে এ কেল্লা সম্পূর্ণ করা যায়নি মর্মে ইতিহাসে উল্লেখ রয়েছে। এই দুর্গের প্রকৃত নাম দুর্গ। লালপাথরে তৈরী বলে স্থানীয় জনগনের মুখে এর নাম হয়ে যায় লালবাগ। কেল্লার অভ্যন্তরে রয়েছে তিনটি পুরাকীর্তিঃ একটি দরবার হল, তিন গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদও পরীবিবিরি সমাধি। অনেকটা আগ্রার তাজমহলের অণুকরণে তৈরী করা হয়েছে পরীবিবির মাজার । লালবাগ দুর্গ পুরাতন ঢাকায় মোগল শক্তির প্রধান কেন্দ্র |

সেখ সাহেব বাজার মসজিদ

লালবাগ কেল্লার অভ্যন্তরে পরিবিবির সমাধি

আহসান মঞ্জিলঃ বুড়িগঙ্গার তীরে ঢাকার নবাব পরিবারের প্রাসাদ (বর্তমানে যাদুঘরে রুপান্তরিত)

হুসেনি দালান

হসেনি দালানঃ

১৬৪২ খ্রিস্টাব্দে মোগল নৌসেনাপতি মীর মুরাদ কারবালা যুদ্ধের স্মৃতিতে এটি নির্মাণ করেন। মোগল স্থাপত্য রীতিতে নির্মিত দালানটি সাদা বর্ণের, এবং এর বহিরাংশে নীল বর্ণের ক্যালিগ্রাফি বা লিপিচিত্রের কারূকাজ রযেছে। মসজিদের অভ্যন্তরেও সুদৃশ্য নকশা বিদ্যমান। ঢাকার নায়েব নাজিমগণ এর দেখাশোনা করতেন। পরে ঢাকার নবাব পরিবার এর ব্যাবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করেছেন। দালানের দুই দিকে দুইটি মিনার, বিশাল পুকুর রয়েছে দালানের দক্ষিণ দিক ঘেঁষে, উত্তর দিকে প্রশস্ত মাঠের পর বিশাল গেটওয়ে। দ্বিতল ভবনটির নিচে রয়েছে কবরখানা, দ্বিতীয় তলায় রয়েছে জরিখানা, হক্কাখানা, নিশিত খাঁ নামের তিনটি কক্ষ। আরো রয়েছে নহবত খানা। চাঁদ দেখার রাত থেকেই এখানে নহবত বাজানো শুরু হতো। এই ইমাম বাড়াটি নির্মাণের পর এখান থেকে বের হতো সজ্জিত জাঁকজমকপূর্ণ মিছিল । এখনো সেই মিছিল বের হয় তবে তা অতীত স্মৃতির ক্ষীণ চিহ্ন স্বরূপ।

কার্জন হলঃ

১৯০৫ সালে মোগল ও ইউরোপিয়ান স্থাপত্যের মিশ্রণে নির্মিত প্রাদেশিক এসেম্বলী হল যা বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদের হল হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ঢাকার অন্যান্য প্রত্ন নিদর্শনের মধ্যে বড়কাটারা (১৬৪১), বিবি চম্পার সমাধি (১৬৬৩),

কার্জন হল

ছোটকাটারা ও প্রাচীন দূর্গ ও নবাবী প্রাসাদ (বর্তমান জেল হাসপাতাল ১৬৩৮),চামেলী হাউস, চক মসজিদ (১৬৭৬), লালবাগ মসজিদ, বিবি মেহের মসজিদ (১৮১৪), আরমানিটোলা মসজিদ (১৭১৬), খাজা শাহবাজ মসজিদ (১৬৭৯), ইসলাম খান মসজিদ (১৬৩৫-৩৯), শায়েস্তা খান মসজিদ (১৬৬৪-৭৮), খাজা আম্বার মসজিদ (১৬৭৭-৭৮), খান মুহাম্মদ মৃধা মসজিদ (১৭০৪-১৫), মরিয়ম সালেহ মসজিদ (১৭০৬), সিতারা বেগম মসজিদ (১৮১৫), আজিমপুর মসজিদ (১৭৪৬), করতলব খান মসজিদ (১৭০০-১৭০৪), ফররুখশিয়ার মসজিদ (১৭০৩-০৪), তারা মসজিদ, বিনত বিবির মসজিদ (১৪৫৬ সালে প্রতিষ্ঠিত ঢাকার সবচেয়ে পুরাতন মসজিদ), সাত গম্বুজ মসজিদ (১৬৭৬), সেতারা বেগম মসজিদ (১৮১৯), ঢাকেশ্বরী মন্দির, জয়কালী মন্দির, বাহাদুর শাহ পার্ক, কার্জন হল, শ্রী শ্রী শনি আশ্রম ও মঠ (১১৯১), নিমতলী দেউরী (বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি,১৭৬৫) ইত্যাদি।

১.১৪ বধ্যভূমি ও মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি চিহ্নঃ

ঢাকা মহানগরী এবং তৎসন্নিহিত এলাকায় একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধের অনেক স্মৃতিচিহ্ন ছড়িয়ে রয়েছে। বধ্যভূমির মধ্যে দক্ষিণ কমলাপুর (ঢাকা) বধ্যভূমি, রায়ের বাজার বধ্যভূমি,মিরপুরের মুসলিম বাজার বধ্যভূমি, রমনা কালীবাড়ি, সূত্রাপুর লোহার পুল, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ইস্কাটন গার্ডেন, রাইনখোলা, মিরপুর সরকারি বাঙলা কলেজ, মিরপুর-১২ নম্বর সেকশনের শহীদবাগের কালাপানি বধ্যভূমি, শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধের উত্তরদিকে বেড়িবাঁধ সংলগ্ন শিরনিরটেক ও কাউয়িন্দা এবং পেছনে গোলারটেক, মিরপুরের আলোকদি, শিয়ালবাড়ি, সারেংবাড়ি, মিরপুর-১০ নম্বর গোলচত্বর থেকে পাওয়ার হাউসসংলগ্ন জল্লাদখানা বধ্যভূমি, তেজগাঁও কৃষি

সম্প্রসারণ ইনস্টিটিউট, ধানমন্ডি বালিকা বিদ্যালয় এবং ধলপুর ডিপো। এছাড়া ঢাকায় আরও যেসব বধ্যভূমি ও গণকবরের সন্ধান মিলেছে সেগুলোর মধ্যে তেজগাঁও এতিমখানা, আদাবর, মোহাম্মদপুর ফিজিক্যাল কলেজ, মহাখালী যক্ষ্মা হাসপাতাল, এমএনএ হোস্টেল, তেজগাঁও পুরনো বিমানবন্দরের পাশে, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, কুর্মিটোলা বিমানবন্দর, আদমজীনগরের শিমুলপাড়া, পুরান ঢাকার তাঁতীবাজার, শাঁখারীবাজার, নারিন্দা খেলার মাঠ, সূত্রাপুর লোহার পুল ও সায়েদাবাদ আউটফল বধ্যভূমি।

এছাড়া মিরপুর বুদ্ধিজীবী স্মৃতি সৌধ, জাতীয় শহীদ মিনার, সংশপ্তক, অপরাজেয় বাংলা (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), স্বোপার্জিত স্বাধীনতা (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), সোহরাওয়ার্দী উদ্যান (রেসকোর্স ময়দান), শহীদ জাহাঙ্গীর গেট মহান মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বহন করছে।

১.১৫ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানঃ

ঢাকা মহানগরীতে বিভিন্ন ধর্মের মানুষের সম্মিলন ঘটেছে। তাই এ শহরে প্রধান সকল ধর্মেরই উপাসনালয় চোখে পড়ে। ঢাকাকে মসজিদের শহর হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। পরিসংখ্যান অনুসারে ঢাকায় ৩০৮৮টি মসজিদ, ৮০৮টি মন্দির, ৪টি বৌদ্ধ কিয়াং ও প্যাগোডা, ৩৩টি গীর্জা, ৩৭টি মাজার রয়েছে। উল্লেখযোগ্য মসজিদসমূহের মধ্যে বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদ, সাত গম্বুজ মসজিদ, চক মসজিদ, লালবাগ মসজিদ, নারিন্দার বিনত বিবির মসজিদ, বিবি মেহের মসজিদ, আরমানিটোলা মসজিদ, খাজা শাহবাজ মসজিদ, ইসলাম খান মসজিদ, শায়েস্তাখান মসজিদ, খাজা আম্বার মসজিদ, খান মুহাম্মদ মৃধা মসজিদ, মরিয়ম সালেহ মসজিদ, সিতারা বেগম মসজিদ, আজিমপুর মসজিদ, করতলব খান মসজিদ, ফররুখ শিয়ার মসজিদ, তারা মসজিদ(১৯২৬), আমিরুদ্দিন(১৮৪০) মসজিদ ইত্যাদি অন্যতম।

উল্লেখযোগ্য মন্দিরসমূহের মধ্যে রয়েছে জয়কালী মন্দির, ঢাকেশ্বরী মন্দির, লক্ষী নারায়ণ মন্দির, কালীবাড়ীর মন্দির, শিব মন্দির, কদমতলী কালী মন্দির, রামকৃষ্ণ মিশন মন্দির, বৌদ্ধ মন্দির, গুরু দুয়ারা নানক শাহী শিখ মন্দির (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), ব্রাহ্ম সমাজ মন্দির ইত্যাদি।

উল্লেখযোগ্য গীর্জার মধ্যে হলি রোসারি (১৬৭৮), আমপুতি (১৮১৫), থমাস এ্যাংলিক্যান, হলিক্রস, আর্মেনিয়ান গীর্জা অন্যতম। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য মাজার ও সমাধির মধ্যে রয়েছে হযরত শাহ আলী বোগদাদী (রঃ)-এর মাজার, পীরজঙ্গি (রঃ) এর মাজার, শাহ আমীর আলী বোগদাদী (রঃ)-এর মাজার, গোলাপ শাহ - এর মাজার, পীর ইয়ামেনী (রঃ)-এর মাজার, নিয়ামত উল্যাহ-এর কবর, পরী বিবির সমাধি, বিবি মরিয়মের সমাধি, বিবি চম্পার সমাধি, চিশতি বেহিস্তির সমাধি, ডরা বেগমের সমাধি, হাজী শাহবাজ এর সমাধি, নারিন্দার খ্রিস্টান সমাধি, আজিমপুর কবরস্থান, বনানী কবরস্থান ইত্যাদি।

১.১৬ শিক্ষার হারঃ

ঢাকা জেলায় শিক্ষার গড় হার ৭০.৫%। পুরুষদের শিক্ষার হার ৭৩.৬%, এবং নারী শিক্ষার হার ৬৬.৯%।

১.১৭ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানঃ

প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)প্রভৃতি দেশসেরা প্রতিষ্ঠানসহ ঢাকায় রয়েছে ৪টি স্বায়ত্বশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়, ৫২টি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়, ৪টি সরকারী মেডিক্যাল কলেজ, ১১টি বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজ, ২টি কারিগরী প্রশিক্ষণ কলেজ, ৩টি সরকারী শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ, ২৮টি সরকারী কলেজ, ৯৭টি বেসরকারী কলেজ, ৩টি চারুকলা কলেজ, আইন কলেজ, ৫৫টি সরকারী হাইস্কুল, ৩১৫টি বেসরকারী হাইস্কুল, ২৪টি জুনিয়র হাইস্কুল, ১৬৫টি মাদ্রাসা, ৩৯৯টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২২৬টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১৮টি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল, ১৪৯টি এনজিও পরিচালিত স্যাটেলাইট প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৩টি প্রাইমারী শিক্ষক ইনস্টিটিউট, ৪টি কারিগরী প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ১৪৩টি কিন্ডারগার্টেন। অবশ্য এ পরিসংখ্যান সতত পরিবর্তনশীল।

প্রাচীন ও সুপ্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানঃ

আরমানিটোলা হাইস্কুল (১০০ বছরের পুরনো), ঢাকা মাদ্রাসা (১৮৭২), জগন্নাথ কলেজ (১৮৮৪), পগজ স্কুল (১৮২৮), ঢাকা কলেজ (১৮৪১), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯২১), ইডেন কলেজ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৬২), ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল (১৯৪৬), সেন্ট্রাল ওমেনস্ কলেজ (পূর্ব নাম নর্থব্রতক হল), সেন্ট গ্রেগরী হাইস্কুল (১৮৯২), সরকারী মুসলিম হাইস্কুল (১৮৭৪), কে এল জুবিলি স্কুল ও কলেজ (১৮৬৬), ভিকারুন্নেছা নুন স্কুল ও কলেজ, ঢাকা নটরডেম কলেজ (১৯৪৯), হলিক্রস স্কুল ও কলেজ, সরকারী ল্যাবরেটরী স্কুল, মতিঝিল সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল ও কলেজ, রাজউক মডেল কলেজ(উত্তরা)।

১.১৮ পত্র পত্রিকা ও সাময়িকী বাংলাঃ

ইত্তেফাক, সংবাদ, ইনকিলাব,ভোরের কাগজ, প্রথম আলো, বাংলার বাণী, জনকণ্ঠ, যুগান্তর, সংগ্রাম, রুপালী, দিনকাল, অর্থনীতি, মুক্তকণ্ঠ, আজকের কাগজ, আল আমিন, আমাদের সময়, দৈনিক ভোর, দেশবাংলা, দেশ জনতা, জনপদ, জন্মভূমি, খবর, মিল্লাত, সমাচার, শক্তি, মানবজমিন, বাংলাবাজার, যায় যায় দিন, সমকাল, বাংলাদেশ প্রতিদিন, ঢাকা নিউজ ইত্যাদি।

দৈনিক ইংরেজীঃ

দি ডেইলি স্টার, ডেইলি সান, দি ইনডিপেন্ডেন্ট,বাংলাদেশ অবজারভার, নিউজ টুডে, বাংলাদেশ টাইমস, দি নিউ নেশন, দি ফাইনান্সিয়াল এক্সপ্রেস, দি মর্নিং সান ইত্যাদি।

সাপ্তাহিক পত্রিকাঃ

এই সময়, একতা, বর্তমান দিনকাল, ছুটি, ঢাকা কুরিয়ার, পূর্বাভাস, গ্রাম বার্তা, বিচিত্রা, পূর্ণিমা, সুগন্ধা, রোববার, ভোরের শিশির, ক্রীড়ালোক, মিরপুর বার্তা, জাগ্রত কণ্ঠ, সাভার বার্তা, সাফ কথা, সাভার কণ্ঠ, গণভাষ্য ইত্যাদি।

উল্লেখযোগ্য অবলুপ্ত পত্রিকাঃ

দি ঢাকা নিউজ, বান্ধব পত্রিকা (১৮৭৪), দৈনিক আজাদ (১৯৩৫), সাপ্তাহিক মোহাম্মদি (১৯১০), দৈনিক নবযুগ (১৯৪১), সমকাল (১৮৫৪), সাহিত্যপত্র (১৯৪৮), দৈনিক খাদেম (১৯১০), সবুজপত্র (১৯১৪), মোসলেম ভারত (১৯২০), কল্লোল (১৯২৩), আল-ইসলাম (১৯১৫), এডুকেশন গেজেট (১৯৪৬), সাপ্তাহিক বার্তাবহ (১৯৫৬), স্বদেশ (মাসিক, ১৮৫৪), বঙ্গদূত (১৮২৯), বঙ্গদর্শন (১৮৭২), নবনুর (১৯০৩), বেঙ্গল গেজেটিয়ার (১৮১৮), শিখা (১৯২৭), সওগাত (১৯১৮), বাসনা (১৯০৮), দৈনিক বাংলা ইত্যাদি।

১.১৯ ইলেকট্রনিক মিডিয়াঃ

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাংলাদেশ বেতারসহ অধুনা প্রতিষ্ঠিত রেডিও কেন্দ্র সমূহের মূল সম্প্রচার কেন্দ্র ঢাকা শহরে অবস্থিত। এর মধ্যে রেডিও ফরটি, এফ এম ৮৮.০, রেডিও টুডে, এফ এম ৮৯.৬ রেডিও, আমার এফ এম ৮৮.৪, এবিসি রেডিও, এফ এম ৮৯.২ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। রাষ্ট্র পরিচালিত বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি), বিটিভি ওয়ার্ল্ড, সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশন চ্যানেলের মতো বেসরকারী চ্যানেলসমূহ যথা একুশে টেলিভিশন, চ্যানেল আই, এটিএন বাংলা, দেশ টিভি, আর টিভি, এনটিভি, বাংলাভিশন, চ্যানেল নাইন, ইন্ডিপেনডেন্ট টিভি, একাত্তর টিভি, বিজয় টিভি, মোহনা টিভি, সময়, মাছরাঙ্গা টেলিভিশন, এটিএন নিউজ, মাইটিভি, জিটিভি, এশিয়ান টিভি, এসএ টিভি, চ্যানেল টুয়েন্টি ফোর, চ্যানেল সিক্সটিন ইত্যাদি টেলিভিশনের মূল সম্প্রচারকেন্দ্র ঢাকাতে অবস্থিত।

১.২০ সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানঃ

ঢাকা ক্লাব ১৯১৭ সনে প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে ঢাকায় মোট ক্লাব ৪৪৭টি, সমিতি ও সংগঠন ৯৯টি, মহিলা সংগঠন ৭৪টি, সমবায় সমিতি ৩৬৭টি, পাবলিক লাইব্রেরি ৫৯টি, জাদুঘর ৬টি, নাট্যমঞ্চ ১৭টি, নাট্যদল ১৫টি, সিনেমা হল ১৪৭টি, কমিউনিটি সেন্টার ১১৫টি, চিড়িয়াখানা ১টি। পুরনো ঢাকার ১নং শ্রীশী দাস লেনে প্রায় ১৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী বিউটি বোর্ডিং রাজনীতিবিদ, কবি সাহিত্যিক, শিল্পীদের পদচারণায় ধন্য হয়েছে। এখানে নেতাজী সুভাস চন্দ্র বসু ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একসময় যাতায়াত

করতেন। তুমুল আড্ডায় বিউটি বোর্ডিং মুখরিত করে রাখতেন নির্মলেন্দু সেন, শহীদ কাদরী, শামসুর রাহমান ও আল মাহমুদের মতো কবি সাহিত্যিকেরা। বিউটি বোর্ডিং-এ এখনো এ ধরণের সাহিত্যিক আড্ডা বসে এবং এখানে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়ে থাকে। ঢাকার বেইলি রোড সব সময় নাট্যশিল্পী ও থিয়েটার কর্মীদের পদচারণায় মুখর থাকে। উল্লেখ্য আধুনিক বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির পীঠস্থান হিসেবে ঢাকা এখন কলকাতাকেও অতিক্রম করে গিয়েছে বলে অনেকেই মনে করেন।

১.২১ কৃষ্টি-কালচারঃ

ঢাকার আদি রীতি-নীতি পুরনো ঢাকায় এখনো টিকে আছে। এখানকার অধিবাসীরা ভোজন বিলাসী এবং অতিথিপরায়ণ। রমজানে বাহারী ইফতারীর জন্য পুরনো ঢাকা বিখ্যাত। বাকরখানি, তন্দুর, বিরিয়ানি এবং মোগলাই পরোটা ঢাকার মুখরোচক খাবার। ধর্মীয় এবং জাতীয় জীবনের সকল গুরুত্বপূর্ণ দিবস জাকজমকের সাথে ঢাকায় উদযাপন করা হয়। মুসলমানদের দুই ঈদ, মহরমের তাজিয়া মিছিল, হিন্দুদের দুর্গা পুজা ইত্যাদি ঢাকার উল্লেখযোগ্যঅনুষ্ঠান। ২৬শে মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস ও ১৬ই ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবসে কুচকাওয়াজ, র‍্যালী, সমাবেশ ইত্যাদি ঢাকায় রাষ্ট্রীয়ভাবে আয়োজন করা হয়। এছাড়া ২১ শে ফ্রেব্রুয়ারী পূর্বে শহীদ দিবস হিসেবে এদেশে পালিত হতো। মাতৃভাষার জন্য আত্মত্যাগের সেই বিরল দৃষ্টান্তকে স্বীকৃতি দিয়ে জাতিসংঘ ২১শে ফ্রেব্রুয়ারীকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় ঢাকায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট নির্মিত হয়েছে। বৈশাখী মেলা আর হালখাতা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলা নববর্ষ বিপুল সমারোহে উদযাপিত হয় এখানে। তেমনি ইদানিং ইংরেজী বছরের শেষ দিনটিতে থার্টি ফার্ষ্ট নাইট উদযাপন করাও ঢাকার তরুণ প্রজন্মের প্রিয় অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

১.২২ উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠানঃ

ঢাকা ক্লাব(১৯১৭), জাতীয় প্রেস ক্লাব, লেডিস ক্লাব, অফিসার্স ক্লাব, সৈনিক ক্লাব, রাওয়া ক্লাব, কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরী,

বঙ্গবন্ধু নভোথিয়েটারঃ বিজয় স্মরণীতে অবস্থিত দেশের একমাত্র নভোথিয়েটারজাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র, জাতীয় আর্কাইভস, রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী, জাতীয় জাদুঘর, আহসান মঞ্জিল জাদুঘর, বিজ্ঞান যাদুঘর, বঙ্গবন্ধু নভোথিয়েটার মিরপুর জাতীয় চিড়িয়াখানা, শিশু একাডেমি, শিল্পকলা একাডেমি, জাতীয় নাট্যশালা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলা একাডেমি, বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্সটিটিউট প্রভৃতি।

১.২৩ ক্রীড়া ও ক্রীড়াস্থাপনাঃ

ঢাকা বাংলাদেশের খেলাধুলার কেন্দ্রবিন্দু। ঢাকায় রয়েছে ৮টি স্টেডিয়াম, ৫৫টি খেলার মাঠ, ১৮টি জিমনেসিয়াম, ১২টি সুইমিং পুল। এর মধ্যে বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম, আউটার স্টেডিয়াম, শেরে বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়াম, ন্যাশনাল সুইমিং পুল, মাওলানা ভাসানী হকি স্টেডিয়াম, মোহাম্মদ আলী বক্সিং স্টেডিয়াম, মিরপুর ইনডোর স্টেডিয়াম, বনানী আর্মি স্টেডিয়াম, নৌবাহিনীর সুইমিং কমপ্লেক্স উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও ধানমন্ডির আবাহনী ক্লাব মাঠ, ধানমন্ডি ক্লাব মাঠ, কলাবাগান ক্লাব মাঠও সারা বছর বিভিন্ন টুর্নামেন্ট আয়োজনে মুখরিত থাকে।

বাংলাদেশ অলিম্পিক এসোসিয়েশন, জাতীয় ক্রীড়া কাউন্সিলসহ ৩০টি ক্রীড়া ফেডারেশনের সদর দপ্তর ঢাকাতেই অবস্থিত। এর মধ্যে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন, বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড, বাংলাদেশ হকি ফেডারেশন, বাংলাদেশ স্যুটিং ফেডারেশন, বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশন, বাংলাদেশ সুইমিং ফেডারেশন, বাংলাদেশ বক্সিং ফেডারেশন, বাংলাদেশ টেনিস ফেডারেশন, বাংলাদেশ আর্চারী ফেডারেশন, বাংলাদেশ এ্যামেচার এ্যাথলেটিক ফেডারেশন, বাংলাদেশ খো খো ফেডারেশন উল্লেখযোগ্য। বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম এবং শেরে বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়াম আন্তর্জাতিক টেস্ট ক্রিকেট ভ্যেন্যু হিসেবে স্বীকৃত। ২০১১ সালের আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ ভারত ও শ্রীলংকার সাথে বাংলাদেশ যৌথভাবে আয়োজন করে। উক্ত বিশ্বকাপের বর্ণাঢ্য উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হয়েছিল ঢাকাতেই। ২০১৪ সালে আইসিসি টি-২০ বিশ্বকাপ বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হবে। বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম এবং শেরে বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়াম আন্তর্জাতিক টেস্ট ক্রিকেট ভ্যেন্যু হিসেবে স্বীকৃত। ২০১১ সালের আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ ভারত ও শ্রীলংকার সাথে বাংলাদেশ যৌথভাবে আয়োজন করে। উক্ত বিশ্বকাপের বর্ণাঢ্য উদ্বোধণী অনুষ্ঠান হয়েছিল ঢাকাতেই। ২০১৪ সালে আইসিসি টি-২০ বিশ্বকাপ বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হবে। ঢাকার পুরনো আমলের অনেক জনপ্রিয় খেলা যেমন এক্কা দোক্কা বা বাঘবন্দি, ষাড়ের লড়াই, মোরগের লড়াই, ডাংগুলি, ষোলগুটি খেলা, নদীতে নৌকা বাইচ, জলকুমির, সাঁতার, আকাশে ঘুড়ি ওড়ানো, বুলবুলির লড়াই প্রভৃতি পূর্ণমাত্রায় না থাকলেও এখনো টিকে আছে।

১.২৪ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গঃ

খাজা আব্দুল গণি (১৮১৩-১৮৯৬): দাতা ও সমাজসেবী। তিনি ১৮১৩ সালের ৩০ জুলাই ঢাকার বেগম বাজারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কৈশরে নিজগৃহে আরবি-ফার্সি শিক্ষা লাভ করেন। উর্দু ছিল তাঁর প্রথম ভাষা। তবে বাংলা ও ইংরেজী ভাষায়ও তার বুৎপত্তি ছিল। তাঁর পিতা ১৮৪৬ সালে তাঁকে তাঁর ও খাজা পরিবারের সমুদয় সম্পত্তির মোতওয়াল্লী নিযুক্ত করেন। তিনি পিতার ধন-সম্পদ ও জমিদারি আরও বৃদ্ধি করেন। ১৮৬১ সালে বৃটিশ সরকার তাঁকে অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত করে। খাজা আব্দুল গণিকে ১৮৬৭ সালে বড় লাটের আইন সভার সদস্য মনোনীত করা হয়। ১৮৭১ সালে সি,আই,ই এবং ১৮৭৫ সালে নওয়াব উপাধি দেয়া হয়। ঢাকার বিখ্যাত আহসান মঞ্জিল তিনি নিমার্ণ করেন। নওয়াব আব্দুল গণি ১৮৯৬ সালের ২৪ আগষ্ট সোমবার সকালে আহসান মঞ্জিলে পরলোকগমন করেন।

খাজা আহসানুল্লাহ (১৮৪৬-১৯০১): ঢাকার নওয়াব। ১৮৪৬ সালে ২২ আগষ্ট ঢাকার বিখ্যাত নওয়ার পরিবারে তাঁর জন্ম। নওয়াব আহসানুল্লাহ অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও স্থির প্রকৃতির লোক ছিলেন। মাত্র বাইশ বছর বয়সে তিনি ঢাকার নওয়াব এস্টেট পরিচালনার দায়িত্ব পান। তিনি একজন সমাজসেবক, সাহিত্যিক, গীতিকার, নাট্যকার ও কণ্ঠশিল্পী ছিলেন। তিনি ১৮৭১ সালে খান বাহাদুর, ১৮৭৫ সালে নওয়াব, ১৮৯১ সালে সি,আই,ই, ১৮৯২ সালে নওয়াব বাহাদুর এবং ১৮৯৭ সালে কে,সি,আই,ই উপাধি পান। তিনি দুবার (১৮৯০ ও ১৮৯৯) বড়লাটের আইনসভার সদস্য পদ লাভ করেন। ১৯০১ সালের ১৬ ডিসেম্বর তিনি ঢাকায় পরলোকগমন করেন।

আনন্দ চন্দ্র রায়ঃ আনন্দ চন্দ্র রায় ১৮৮৪ সালে ঢাকা কমিটির (পৌর কমিটি) প্রথম নির্বাচিত চেয়ারম্যান হন। আর্মানীটোলায় নিজ স্ত্রীর নামানুসারে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন আনন্দময়ী বিদ্যাপীঠ।

খাজা নাজিমউদ্দিনঃআইনজ্ঞ, রাজনীতিবিদ। ঢাকার খাজা পরিবারে ১৮৯৪ সালে ১৯ জুলাই জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪৭ সালে ১৪ আগষ্ট পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি পূর্ব বাংলার (পূর্ব পাকিস্তান) মূখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত হন। ১৯৪৮ সালের ১১ সেপ্টেম্বর জিন্নাহ ইন্তেকাল করলে তিনি পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৯৫১ সালে ২৪ অক্টোবর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৬৪ সালের ২২ অক্টোবর তিনি ইন্তেকাল করেন।

নওয়াব খাজা হাসান আসকারী (১৯২১-১৯৮৪): ঢাকার শেষ নবাব হিসেবে পরিচিত হাসান আসকারী নবাব হাবিবুল্লাহ-এর পুত্র এবং নবাব আহসানউল্লাহ-এর দৌহিত্র। তিনি ১৯৪২ সনে বৃটিশ সেনাবাহনীতে যোগদান করেন এবং জাপানীদের বিরুদ্ধে বার্মা ফ্রন্টে যুদ্ধ করেন। তাঁর পিতার মৃত্যুর পর ১৯৫৮ সালে তিনি ঢাকার নবাব পদে আসীন হন। একই সঙ্গে তিনি সেনাবাহিনীর ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে কর্মরত থাকেন। ১৯৬১ সনে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে সেনাবাহিনী থেকে অবসর নেন। ১৯৬২ সনে প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য এবং পরবর্তীতে রেল ও যোগাযোগমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। ঢাকায় রেল-কার তথা নতুন রেল ব্যবস্থাস্থাপনের কৃতিত্ব তাঁরই। নবাব পরিবারের প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানে উদার পৃষ্ঠপোষকতা, জনসাধারণের জন্য মহানুভবতা এবং বিশেষতঃ মুসলিম সম্প্রদায়ের উন্নয়নে তিনি স্মরণীয় ভূমিকা রেখেছেন।

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামঃ বাংলা সাহিত্যের অসামান্য প্রতিভা বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম। বহুমুখী প্রতিভার ধারক এই কবি বিদ্রোহী কবিতার রচয়িতা, চার হাজারের অধিক গানের গীতিকার, অসাধারণ সুরকার ও অভিনেতা। নজরুলের শেষ জীবন কেটেছে ঢাকার ধানমন্ডির কবি ভবনে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদ্যোগে ১৯৭২ সালে কবিকে বাংলাদেশে নিয়ে আসা হয়।তাঁকে বাংলাদেশের জাতীয় কবি হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। ২৯ আগষ্ট, ১৯৭৬ সনে মৃত্যুর পর কবিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদের পাশে সমাহিত করা হয়েছে যার মাধ্যমে কবির সেই আর্তি ‘মসজিদেরই পাশে আমার কবর দিও ভাই’- যেন বাস্তবে রূপ লাভ করেছে। তাঁর সমাধিস্থল সাহিত্যপিপাসু মানুষের পরম শ্রদ্ধায় সিক্ত হয় প্রতিনিয়ত।

কবি শামসুর রাহমান:আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান কবি শামসুর রাহমান ১৯২৯ সালের ২৩শে অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন। তার পৈত্রিক নিবাস ঢাকার মাহতটুলী। কবি ১৯৫৭ সালে একজন সাংবাদিক হিসাবে কর্ম জীবন শুরু করেন। তাঁর প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় ১৯৪৯ সালে সাপ্তাহিক ‘সোনার বাংলা’ পত্রিকায়। পাকিস্তানী শাসকেরা যখন রোমান হরফে বাংলা লেখার প্রচলন করতে চেষ্টা করছিল তখন ১৯৬৮ সালে কবি রচনা করেন ‘বর্ণমালা আমার দুঃখিনী বর্ণমালা’ নামক বিখ্যাত কবিতাটি। ১৯৬৯ সালের গণ আন্দোলনে শহীদ আসাদকে নিয়ে রচনা করেন আবেগমন্থিত ‘আসাদের শার্ট’। মুক্তিযুদ্ধ চলা কালে কবি রচনা করেন ‘স্বাধীনতা তুমি’ ও ‘তোমাকে পাওয়ার জন্য হে স্বাধীনতা’ নামক বিখ্যাত কবিতা। কবি আমৃত্যু গণতন্ত্র এবং অসাম্প্রদায়িক চেতনার স্বপক্ষে লেখনী চালনা করেছেন। ২০০৬ সালের ১৭ আগষ্ট কবি ঢাকায় পরলোক গমন করেন।

আজম খান: বাংলাদেশে পপ সংগিতের অগ্রপথিক (গুরু নামে খ্যাত) আজম খান ১৯৫০ সালে ২৮ ফেব্রুয়ারী আজিমপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন। ভারতে স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণ শেষে কুমিল্লায় সম্মুখ যুদ্ধে অংশ নেন। এর পর তিনি ঢাকা শহরে বেশ কয়েকটি গেরিলা আক্রমণে অংশ নেন। যুদ্ধ পরবর্তীকালে উচ্চারণ নামে ব্যান্ড গঠন করেন এবং গায়ক হিসেবে সংগীত জগতে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেন। ফকির আলমগীর, ফেরদৌস ওয়াহিদ ও পিলু মমতাজ প্রমুখ শিল্পীর সঙ্গে যৌথভাবে তিনি বেশ কিছু জনপ্রিয় গানও করেছেন। তিনি ক্যান্সারেআক্রান্ত হয়ে ৫ জুন ২০১১ তারিখে ঢাকা সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন।

আব্দুর রহমান বয়াতি: তিনি ১৯৩৯ সালে ঢাকার দয়াগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন প্রসিদ্ধ লোক সংগীত শিল্পী, গীতিকার, সুরকার এবং সংগীত পরিচালক । তার প্রায় ৫০০টি একক এ্যালবাম এবং তিনটি মিশ্র এ্যালবাম প্রকাশ পায়; তিনি ১৯ শে আগষ্ট ২০১৩ সালে ঢাকাতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

আইরিন খানঃ বিশিষ্ট মানবাধিকার কর্মি। তিনি ১৯৫৬ সালের ২৪ শে ডিসেম্বর ঢাকায় জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি অ্যামনেষ্টি ইন্টারন্যাশনাল-এর ৭ম সেক্রেটারী জেনারেল হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ২০১১ সালে তিনি রোম ভিত্তিক ইন্টারন্যাশনাল ডেভল্যাপমেন্ট অরগ্যানাইজেশন এর ডাইরেক্টর জেনারেল মনোনীত হন।

ফজলুর রহমান খানঃ বিশ্ব বিখ্যাত স্থপতি এফ আর খান ১৯২৯ সালের ৩রা এপ্রিল ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকার আহসানউল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে প্রকৌশল বিদ্যা অধ্যয়ন শেষে বৃত্তি নিয়ে আমেরিকা যান। বহুতল বিশিষ্ট ভবন নিমার্ণের ক্ষেত্রে তিনি নতুন ধরনের ডিজাইন ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেন। তিনি আমেরিকার শিকাগো শহরে অবস্থিত Willis tower (Sears tower) এর স্থপতি যা বহুকাল পৃথিবীর সর্বোচ্চ ভবন হিসাবে পরিচিত ছিল। এছাড়া একশত তলা বিশিষ্ট John Hancock সেন্টার, সৌদি আরবের জেদ্দার হজ্জ টার্মিনাল, বাদশাহ আব্দুল আজিজ ইউনিভার্সিটি প্রভৃতি বিখ্যাত স্থাপনার স্থপতি। ২৭ মার্চ ১৯৮২ তারিখে তিনি সৌদি আরবে মৃত্যুবরণ করেন। ঢাকায় জন্ম না হলেও আরো অনেক কৃতিমান পুরুষ ঢাকার ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন। যেমন মরমী কণ্ঠশিল্পী আব্দুল আলীম, ভাওয়াইয়া গানের বিখ্যাত শিল্পী আব্বাসউদ্দিন, বহুভাষাবিদ ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, প্রসিদ্ধ লেখক ও দাবারু ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন প্রমুখ স্মরণীয় ব্যক্তিত্বের শেষ ঠাঁই হয়েছে ঢাকার মাটিতেই।

১.২৫ জনগোষ্ঠির প্রধান পেশা সমুহঃ

চাকুরী ৩১.৪৯%, ব্যবসা ২৩.৮%, পরিবহন ৮.৫৩%, কৃষি ৭.৬২%, কৃষি শ্রমিক ৪.৪১%, শিল্প ১.৮৭%, বাড়ীভাড়া ২.২৩%, নিমার্ণ শ্রমিক ২.৭৬%, অকৃষি শ্রমিক ২.৭১%, অন্যান্য ১৫.৩%।

১.২৬ প্রধান কৃষি ফসলঃ

বর্তমানে মহানগর এলাকায় তেমন কৃষি জমি নেই বিধায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কৃষি ফসল জন্মে না। তবে পূর্বে মহানগরীর কোন কোন অংশে এখানে ধান, আলু, ডাল, পেঁয়াজ, রসুন, চিনা বাদাম, আদা, শাক-সবজিইত্যাদি উৎপন্ন হতো।

১.২৭ প্রধান ফলফলাদিঃ

আম, কাঁঠাল, কলা, পেঁপে, জলপাই, কামরাঙ্গা, কুল, পেয়ারা, তরমুজ।

১.২৮ যোগাযোগ ব্যবস্থাঃ

ঢাকা মহানগরে পাকা রাস্তা প্রায় ১৮৪৪ কিমি, আধা-পাকা রাস্তা ৩৪০ কিমি। রেলপথ ২০ কিমি। শহরের অর্ধেকের বেশী এলাকায় সরাসরি বাস সার্ভিসের সুবিধা নেই। প্রধান কয়েকটি সড়ক ব্যতীত বেশীরভাগ রাস্তার জীর্ণদশা এবং যানজট ঢাকার নগরীর নিত্য নৈমত্তিক দৃশ্য। ঢাকা রিকশার শহর নামে খ্যাত। সঠিক পরিসংখ্যান না থাকলেও ধারণা করা হয় ঢাকায় প্রায় সাড়ে চার লক্ষ রিকশা প্রতিদিন চলাচল করে।

১.২৯ প্রধান প্রধান যোগাযোগ কেন্দ্রঃ

শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরঃ ঢাকায় অবস্থিত দেশের প্রধান ও বৃহত্তম বিমানবন্দর। বিশ্বের অধিকাংশ প্রধান এয়ার লাইন্সের বিমান এখানে যাতায়াত করে থাকে। যাত্রী পরিবহন ছাড়াও মালামাল পরিবহনের জন্য কার্গো বিমান এখানে অবতরণ করে থাকে। দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন জেলায় যাতায়াতের জন্য কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন, সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনাল, সায়েদাবাদ বাস টার্মিনাল, গাবতলী বাস টার্মিনাল ও মহাখালী বাস টার্মিনাল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরঃ দেশের প্রধান বিমান বন্দর

১.৩০ বিলুপ্ত বা বিলুপ্তপ্রায় সনাতন বাহনঃ

পুরনো ঢাকার ঐতিহ্য পালকি, গরু ও ঘোড়ার গাড়ী, গয়না নৌকা, সাম্পান নৌকা ইত্যাদি এখন বিলুপ্তির পথে । সদরঘাট, বঙ্গাবাজার, চানখাঁরপুল প্রভৃতি এলাকায় এখনও কিছু ঘোড়ার গাড়ি চোখে পড়ে।

১.৩১ শিল্প ও কল কারখানাঃ

গার্মেন্টস শিল্প, পাটকল, কাপড়ের কল, সিরামিক ইন্ডাস্ট্রিজ, বেভারেজ ইন্ডাস্ট্রিজ, জুতার কারখানা, প্রিন্টিং এন্ড ডাইং ফ্যাক্টরী, ট্রান্সফরমার ইন্ডাস্ট্রিজ, অটোমোবাইল ইন্ডাস্ট্রিজ, বিস্কুট এন্ড ব্রেড ফ্যাক্টরী, ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ, সাবান কারখানা, ইটের ভাটা, পেইন্টস কারখানা, কোল্ড স্টোরেজ, ওয়েল্ডিং, স মিল, কসমেটিকস্ সামগ্রী উৎপাদন শিল্প, বরফ কল, আটা-ময়দা কল, স্টীল ওয়াকর্স, ইলেক্ট্রনিক সরঞ্জামাদি তৈরীর কারখানা ইত্যাদি, মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প, ধানকল, করাতকল, ছাপাখানা, বলপেন, পলিথিন ও লঞ্চ তৈরীর কারখানা ইত্যাদি। এ ছাড়া ঢাকার নবাবপুর, ধোলাইখাল, বংশাল, সুত্রাপুর, জিঞ্জিরা প্রভৃতি স্থানে ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশ তৈরীর অনেক কারখানা রয়েছে।

কুটির শিল্পঃ

তাঁত, কাঁসা ও পিতল, সেলাই কাজ, বাঁশ ও বেতের কাজ, স্বর্ণকার, কামার, কাঠের কাজ, হস্তশিল্প ইত্যাদি। এক সময় ঢাকার মসলিন শিল্প সারা বিশ্বে বিখ্যাত ছিল। কিন্তু উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় এ শিল্প বন্ধ হয়ে যায়। বর্তমানে মিরপুর এলাকায় বেনারসী ও জামদানী তৈরী হচ্ছে যাকে মসলিনের উত্তরসূরী হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

১.৩২ হাট বাজার ও মেলাঃ

শহর এলাকার উল্লেখযোগ্য হাটগুলি হলো গাবতলী গরুর হাট (মিরপুর), সারুলিয়া হাট (ডেমরা) প্রভৃতি। বৃহত্তর ঢাকার ধামরাই, শ্রীরামপুর, কালামপুর (ধামরাই), জয়পাড়া, কার্তিকপুর, দোহার, মেঘুলা (দোহার) হাট উল্লেখ্য।

উল্লেখযোগ্য বাজারঃ

কারওয়ান বাজার ঢাকার সবচেয়ে বড় কিচেন মার্কেট। এখানে বড় বড় আড়তে মাছ ও শাক সবজিসহ বিভিন্ন প্রকার পণ্য পাইকারী দামে বিক্রয় হয়। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য বাজারের মধ্যে রয়েছে কাপ্তান বাজার, ওয়াইজঘাট বাজার, চক বাজার, তাঁতি বাজার, নয়া বাজার, নাজিরা বাজার, বাংলা বাজার, বাবু বাজার, মৌলভী বাজার, বনানী বাজার, শ্যাম বাজার, রায়ের বাজার, সিদ্দিক বাজার, সোয়ারীঘাট বাজার।

১.৩৩ উল্লেখযোগ্য মার্কেট ও শপিং সেন্টারঃ

ঢাকা নিউ মার্কেট, বসুন্ধরা শপিং কমপ্লেক্স, রাপা প্লাজা, মিরপুর শপিং মল, কনকর্ড টুইন টাওয়ার, বি,সি,এস কম্পিউটার সিটি, পিংক সিটি শপিং মল, ইষ্টান প্লাজা, বায়তুল মোকাররম সুপার মার্কেট, গুলশান মার্কেট, পীর ইয়ামেনী মার্কেট, আজিজ সুপার মার্কেট, এলিফ্যান্ট রোড, বঙ্গ বাজার, মৌচাক, ধানমন্ডি হকার্স মার্কেট, গাউছিয়া মার্কেট, রাজধানী সুপার মার্কেট, ইকবাল সেন্টার, ডিসিসি মার্কেট, এ বি সি শপিং কমপ্লেক্স, সেজান পয়েন্ট, মাসকট প্লাজা, নর্থ টাওয়ার, পলওয়েল মার্কেট, রাইফেলস স্কয়ার ইত্যাদি। সম্প্রতি চালু হওয়া যমুনা ফিউচার পার্ক (৪ মিলিয়ন স্কয়ার ফিট) পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম শপিং সেন্টার। ঢাকা শহরের উল্লেখযোগ্য চেইন শপ এর মধ্যে রয়েছে স্বপ্ন, আড়ং, আগোরা, মিনা বাজার, নন্দন, পি,কিউ,এস।

উল্লেখযোগ্য মেলাঃ

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা, একুশে বই মেলা, চারু –কারু শিল্প মেলা, রমনার বৈশাখী মেলা ঢাকা মহানগরের উল্লেখযোগ্য মেলা।

১.৩৪ উল্লেখযোগ্য হোটেলঃ

প্যান প্যাসেফিক সোনারগাঁও হোটেল, রুপসী বাংলা (ঢাকা শেরাটন হোটেল), পূর্বাণী হোটেল, সুন্দরবন হোটেল, র‍্যাডিসন হোটেল, হোটেল ওয়েস্টিন ইত্যাদি ঢাকার উল্লেখযোগ্য হোটেল।

১.৩৫ প্রধান রপ্তানী দ্রব্যঃ

রেডিমেড গার্মেন্টস, ঔষধ, কসমেটিক সামগ্রী,শাক-সবজি, কলা, কাঁঠাল, চিনা বাদাম, নারিকেল, ইলেকট্রনিক্স, ইলেক্ট্রিক জিনিষপত্র, ইত্যাদি।

১.৩৬ এন জি ও কার্যক্রমঃ

গ্রামীণ ব্যাংক, ব্র্যাক, কেয়ার, আশা, কারিতাস, গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র, সিসিডিবি, প্রশিকা, সিসিড, এদেশ, সমন্বিত জনকল্যাণ কেন্দ্র, শিশু পল্লী, স্বনির্ভর বাংলাদেশ, ওয়ার্ল্ড ভিশন, উন্নয়ন সমন্বয় ইত্যাদি এনজিও সমুহের কার্যক্রম চোখে পড়ে।

১.৩৭ স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রঃ

ঢাকায় সরকারী হাসপাতাল ১৫টি, বেসরকারী হাসপাতাল ও ক্লিনিক প্রায় ২২৫টি । উল্লেখযোগ্য সরকারী হাসপাতালের মধ্যে রয়েছেঃ

০১। বঙ্গবন্ধুশেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতাল- শাহবাগ, ঢাকা।

০২। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল- পলাশী, ঢাকা।

০৩। স্যার সলিমুল্লা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, মিটফোর্ট, ঢাকা।

০৪। শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল-শেরেবাংলানগর, ঢাকা।

০৫। জাতীয় কিডনী ইনষ্টিটিউট এবং হাসপাতাল- শেরেবাংলানগর, ঢাকা।

০৬। জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনষ্টিটিউট এবং হাসপাতাল- ক্যান্টনমেন্ট, মহাখালী।

০৭। ঢাকা শিশু হাসপাতাল- শেরে বাংলা নগর,ঢাকা।

০৮। জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল (পঙ্গু হাসপাতাল)-শেরে -বাংলানগর, ঢাকা।

০৯। জাতীয় হৃদ রোগ ইনষ্টিটিউট ও হাসপাতাল- শেরে-বাংলানগর, ঢাকা।

১০। জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনষ্টিটিউট ও হাসপাতাল- শেরেবাংলানগর, ঢাকা।

১১। জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনষ্টিটিউট ও হাসপাতাল- শেরেবাংলানগর, ঢাকা।

১২। কিডনী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ- পল্লবী, সেকশন-২, মিরপুর, ঢাকা।

১৩। ঢাকা মহানগর জেনারেল হাসপাতাল- বংশাল, নয়াবাজার, ঢাকা।

১৪। সরকারী ইউনানী ওঅয়ুর্বেদিক মেডিকেলকলেজ ও হাসপাতাল- কাফরুল, ঢাকা।

১৫। আইসিডিডিআরবি- মহাখালী, ঢাকা।

১.৩৮ ঢাকা শহরে প্রায় দুইশতাধিক বেসরকারী হাসপাতাল ও ক্লিনিক রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানগুলি হলোঃ

০১। বারডেম জেনারেল হাসপাতাল-শাহবাগ, ঢাকা।

০২। স্কয়ার হাসপাতাল, গ্রীণরোড, ঢাকা।

০৩। এ্যাপোলো হাসপাতাল, বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা, ঢাকা।

০৪। ইউনাইটেড হাসপাতাল, গুলশান-২, ঢাকা।

০৫। শমরিতা হাসপাতাল, গ্রীণরোড, ঢাকা।

০৬। মেট্রোপলিটন মেডিকেল সেন্টার, মহাখালী, ঢাকা।

০৭। হলিফ্যামিলি রেডক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা।

০৮। বাংলাদেশ মেডিকলে, ধানমন্ডি,ঢাকা।

০৯। ইবনেসিনা হাসপাতাল, সাত মসজিদ রোড, ধানমন্ডি,ঢাকা।

১০। ইসলামী ব্যাংক সেন্টাল হাসপাতাল, কাকরাইল, ঢাকা।

১১। ইষ্টওয়েষ্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ,তুরাগ, ঢাকা।

১.৩৯ কবরস্থানঃ

জুরাইন কবরস্থান, আজিমপুর গোরস্থান, বনানী কবরস্থান, বুদ্ধিজীবি কবরস্থান, যাত্রাবাড়ী কবরস্থান এবং নারিন্দার ক্রিশ্চিয়ান কবরস্থান উল্লেখযোগ্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভূমি জরিপ বিষয়াদি

২. পূর্ববর্তী জরিপ কার্যক্রমের বিবরণঃ

২.১ পটভূমিঃ

প্রাচীনকালে এ উপমহাদেশে ভূমি রাজস্বই ছিল রাজকীয় আয়ের প্রধান উৎস। প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধ আমলে সাধারণতঃ উৎপাদিত ফসলের এক তৃতীয়াংশ খাজনা হিসেবে সরকারী কোষাগারে জমা দিতে হতো। মুসলিম শাসনামলে খাজনার হার হ্রাস করে এক ষষ্ঠাংশে নির্ধারণ করা হয়। আফগান শাসক সম্রাট শেরশাহ (১৫৪০-৪৫) রাজস্ব প্রশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে কৃষিজীবী মানুষের সাথে সরাসরি সংযোগ রক্ষা করা প্রয়োজন মনে করেন। সেজন্য তিনি একটি নুতন ভূমি রাজস্ব নির্ধারণ পদ্ধতি চালু করেন। এ পদ্ধতিতে প্রতি বছর জমির উৎপাদিকা শক্তির বিচারে উত্তম, মধ্যম ও নিকৃষ্ট মানের জমি জরিপ করে উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ নির্ধারণ এবং গড় উৎপাদনকে সে এলাকার চাষাবাদযোগ্য জমির উৎপাদিকা শক্তি ধরে এক-তৃতীয়াংশ ফসল রাজস্ব হিসেবে ধার্য করা হতো।

মোগল সম্রাট আকবর (১৫৫-১৬০৫ খ্রিঃ) তাঁর মন্ত্রী রাজা টোডরমলের পরামর্শ অনুযায়ী ভূমি ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক পরিবর্তন আনেন। ভূমি জরিপ ও পরিমাণ নির্ধারণের মাধ্যমে গ্রাম পর্যায়ে পাটোয়ারী স্বত্বলিপি সংরক্ষণ ও খাজনা আদায় করতেন। পরগনা পর্যায়ে রাজস্ব প্রশাসনের বিষয়াদি পরিচালনা করতেন একজন কানুনগো। পরবর্তীতে নবাব মুর্শিদ কুলি খান কঠোর রাজস্ব নীতি অবলম্বন করেন এবং জমিদারী প্রথা চালু করেন যা একটি ভূঅভিজাততন্ত্রের জন্ম দেয়। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজদের কাছে নবাব সিরাজউদ্দৌলার শোচনীয় পরাজয়ের পর ভারতীয় উপমহাদেশে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা চালু হয়। ১৭৬৫ সালে দেওয়ানী লাভ করে ইংরেজ শাসকগণ রাজনৈতিক ও রাজস্ব বিষয়ে পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রাজস্ব নীতি নুতনভাবে ঢেলে সাজায়। ওয়ারেন হেষ্টিংস গভর্ণর জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব নেয়ার পর রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তন আনেন এবং ১৭৭২-১৭৭৭ সাল পর্যন্ত পাঁচসালা বন্দোবস্ত (৫ বছর মেয়াদে বন্দোবস্তের ব্যবস্থা) চালু করেন। পরবর্তীতে ১৭৯০ সালে এটি দশসালা বন্দোবস্তেরুপান্তরিত হয়। লর্ড কর্ণওয়ালিস ১৭৯৩ সালে বন্দোবস্তকে চিরস্থায়ী রুপদান করেন। এ বন্দোবস্তের মাধ্যমে জমিদারগণ স্থায়ী মালিক এবং প্রকৃত ভূমি মালিক অস্থায়ী চাষী হিসাবে গণ্য হয়। তখন জমিদারগণ তাদের ইচ্ছামত খাজনা আদায় করত এবং খাজনা অনাদায়ে দরিদ্র প্রজাদের উপর নানারুপ শারীরিক নির্যাতন চালাত। জমিদারদের এহেন অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু, নিপীড়িত প্রজাগণ বিভিন্ন স্থানে জমিদারদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। হাজী শরীয়ত উল্যা, ফকির মজনু শাহ, তিতুমীর প্রমুখ এ সব বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেন। এসকল বিদ্রোহ ইংরেজদের যথেষ্ট বিচলিত করে তোলে। এর ফলে ইংরেজ সরকার ১৮৫৯ সনে রেন্ট এ্যাক্ট পাশ করে জমিদার ও প্রজার মধ্যে সু-সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করে। ভূমির মৌজা নকশা প্রস্তুতের লক্ষ্যে এবং ভূমি চিহ্নিতকরণ ও বিরোধ নিস্পত্তিকল্পে ১৮৭৫ সনে বেঙ্গল সার্ভে এ্যাক্ট পাশ করা হয়। রেন্ট এ্যাক্ট পাশ করায় একদিকে যেমন জমিদারেরা অসন্তুষ্ট হয় অন্যদিকে আইনটি সঠিকভাবে বাস্তবায়ন না করায় প্রজারাও ক্ষুব্ধ হয়। এমতাবস্থায় সরকার ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে রেন্ট কমিশন গঠন করেন। এই কমিশন প্রজাদের অধিকারের স্বীকৃতি দিয়ে প্রজাস্বত্ব আইন প্রণয়নের সুপারিশ করেন। পরবর্তীতে কমিশনের রিপোর্টের উপর ভিত্তি করেই ১৮৮৫ সালে বৃটিশ সরকার বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন, ১৮৮৫ জারী করেন।

২.২ থাকবাষ্ট (Thak-bust) জরিপঃ

লর্ড কর্ণওয়ালিস কর্তৃক ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা চালুর পর জমিদারদের জমিদারীর সীমানা নির্ধারণের প্রয়োজন হয়। সেজন্য ১৮৪৬-৭১ সালের মধ্যে কিছু কিছু জায়গায় ভূমি পরিমাপ করা হয় এবং মোটামুটি জমিদারীর সীমানা নির্ধারণের প্রচেষ্টা নেয়া হয়। এ জরিপ থাকবাষ্ট (Thak-bust)জরিপ হিসাবে পরিচিত। এটি কোন বিজ্ঞান ভিত্তিক জরিপ নয়।

২.৩ রাজস্ব জরিপ (Revenue Survey)

থাকবাষ্ট সার্ভেতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে জমিদারী এলাকা নির্ধারণের জন্য ১৮৪৭-১৮৭৮ সন পর্যন্ত ৪"=১ মাইল স্কেলে এ জরিপ কাজ সম্পন্ন করা হয়। তখনই প্রথমবারের মতো এ দেশে দক্ষ আমিন দ্বারা জরিপ সম্পন্ন হয়। তবে এ জরিপ ছিল সংক্ষিপ্ত ধরণের।

২.৪ সিএস জরিপ (Cadastral Survey)

সিএস জরিপই এদেশে প্রথম বিজ্ঞানভিত্তিক ভূমি জরিপ। ১৮৮৫ সালে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন পাশ হওয়ার পর ভূমিতে প্রজাদের অধিকার স্বীকৃতি লাভ করে। বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনে ভূমিতে প্রজাদের দখলীস্বত্বের স্বীকৃতি,ক্রয়-বিক্রয় রেজিষ্ট্রেশনের মাধ্যমে সম্পন্ন করা,ভূমি জরিপের মাধ্যমে ভূমির প্রকৃত নক্সা প্রস্তুত ও তদানুযায়ী মালিকানার রেকর্ড প্রস্তুত করা,সঠিকভাবে ভূমি রাজস্ব নির্ধারণ করা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন, ১৮৮৫ এবং সার্ভে এ্যাক্ট, ১৮৭৫ এর নিয়ম মোতাবেক নক্সা ও স্বত্বলিপি প্রস্তুতের নিমিত্তে সর্ব প্রথম বর্তমান কক্সবাজার জেলার রামু থানায় ১৮৮৮ সালে পরীক্ষামূলকভাবে এ জরিপ আরম্ভ হয় এবং এর সফলতার উপর ভিত্তি করে ১৮৮৯ সালের মাঝামাঝি সময়ে বৃহত্তর চট্রগ্রাম অঞ্চলে ভূমি জরিপ কাজ আরম্ভ হয়। পর্যায়ক্রমে অন্যান্য এলাকায়ও এ জরিপ বিস্তৃতি লাভ করে এবং ১৯৪০ সালে দিনাজপুর জেলায় এ জরিপ কাজ সম্পন্ন করা হয়। এই জরিপের বৈশিষ্ট হল নির্দিষ্ট স্কেলে পি-৭০ সিটে মৌজার সীমানাসহ সরজমিন প্রতিটি ভূমি খন্ডের নিখুঁত চিত্র অংকন। জমির পরিমাণসহ জমির শ্রেণী, খাজনার পরিমাণ, ভোগদখলকারী রায়তের শ্রেণী এবং তদানুযায়ী রেকর্ড প্রস্তুত করা হয়।

এ সময় বৃহত্তর বাংলার যে সকল জেলায় এ জরিপ পরিচালিত হয় তা নিম্নরুপঃ

ক্রঃ নং	জেলার নাম	সময়কাল	সেটেলমেন্ট অফিসারের নাম
১	চট্রগ্রাম	১৮৮৮-৯৮	সি জি অ্যানেল
২	বাকেরগঞ্জ	১৯০৪-০৬	জে সি জ্যাক
৩	ফরিদপুর	১৯০৪-১৪	জে সি জ্যাক
৪	ময়মনসিংহ	১৯০৮-১৯	এফ এ স্যাকেল
৫	ঢাকা	১৯১০-১৭	এফ ডি এসকোলি
৬	রাজশাহী	১৭১২-২২	ডব্লিউ এইচ নেলসন
৭	নোয়াখালী	১৯১৪-১৯	ডব্লিউ এইচ টমসন
৮	ত্রিপুরা (কুমিল্লা)	১৯১৫-১৯	ডব্লিউ এইচ টমসন
৯	যশোর	১৯২০-২৪	এম এ মোমেন
১০	নদীয়া	১৯১৮-২৬	জে এম প্রিঞ্জাল
১১	খুলনা	১৯২০-২৬	এল আর ফুকাস
১২	পাবনা-বগুড়া	১৯২০-২৯	ডনান্ড এফ সি ফেরসন
১৩	মালদহ	১৯২৮-৩৫	ডনান্ড এফ সি ফেরসন
১৪	রংপুর	১৯৩১-৩৮	এ সি হার্টলি
১৫	দিনাজপুর	১৯৩৪-৪০	এফ ও বেল
১৬	সিলেট	১৯৫০-৬৪	এন আহমেদ
১৭	খুলনা (শুধু সুন্দরবন)	১৯৪০-৫০	এস এ মজিদ এবং এম হক

২.৫ এসএ জরিপঃ

১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা চালু হলে চাষীরা জমির উপর অধিকার হারায়। এই বন্দোবস্তের মাধ্যমে জমিদারগণ জমির স্থায়ী মালিক এবং প্রকৃত ভূমি মালিক অস্থায়ী চাষী হিসেবে গণ্য হয়। জমিদারের ইচ্ছামত খাজনা আদায় এবং দরিদ্র প্রজাদের উপর নানারুপ নির্যাতন ও অত্যাচারে অতিষ্ঠ প্রজাগণ বিভিন্ন স্থানে জমিদারদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং জমিদারী প্রথার বিলোপ দাবী করে। এর ফলে ১৯৩৮ সালে স্যার ফ্রান্সিস ফ্লাউডের নেতৃত্বে এ বিষয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বেঙ্গল ল্যান্ড রেভেনিউ কমিশন গঠিত হয়। এ কমিশন সামগ্রিক অবস্থা বিবেচনায় এনে জমিদারী প্রথা বিলোপ করে প্রজাদের সরাসরি সরকারের অধীনে নিয়ে আসার সুপারিশ করে। বিষয়টি জমিদারদের প্রতিকূলে হওয়ায় তারা এর ঘোর বিরোধিতা করে। প্রাদেশিক সরকার ১৯৪৪ সালে এ সংক্রান্ত একটি প্রশাসনিক তদন্ত কমিটি গঠন করে। তদন্ত কমিটি স্যার ফ্রান্সিস ফ্লাউডের সুপারিশ যুক্তিযুক্ত মনে করেন এবং তা সমর্থন করে রির্পোট পেশ করে। উক্ত সুপারিশ এবং রিপোর্টের আলোকে ১৯৪৭ সালে প্রাদেশিক পরিষদে জমিদারী প্রথা বিলুপ্ত করে প্রজাস্বত্ব আইন পাশের বিল উত্থাপন করা হয়। কিন্তু দেশবিভাগজনিত অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে এ বিল তখন পাশ হয়ে চূড়ান্ত আইনে পরিণত হতে পারেনি। ১৯৫০ সনে পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদে জমিদারী অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন বিল আকারে উত্থাপিত হয় যা ১৯৫১ সালের ২৮ নং আইন হিসাবে পাশ হয়। এ আইনের বিধানমতে জমিদারের স্থলে প্রজার মালিকানা স্বীকার করে তাদের অনুকূলে ১৯৫৬ সাল হতে ভূমি রেকর্ড প্রস্তুত করার কাজ আরম্ভ হয়। রেকর্ড প্রস্তুতের এই কাজ সমাপ্ত হয় ১৯৬৩ সালে। ১৯৫৬ হতে শুরু হয়ে ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত পরিচালিত এই জরিপই State Acquisition জরিপ বা সংক্ষেপে এস এ জরিপ নামে পরিচিত।এ জরিপে কতিপয় ব্যতিক্রম ছাড়া অধিকাংশ জায়গায় সিএস নক্সা ও রেকর্ডের উপর ভিত্তি করে ক্যাম্প স্থাপনের মাধ্যমে খতিয়ান প্রস্তুত করা হয়। কেবলমাত্র বৃহত্তর বরিশাল ও ফরিদপুর জেলার রেকর্ড ছাপানো হয়। অন্যান্য সকল জেলার রেকর্ড হাতে লেখা হিসাবে থেকে যায়। এ জরিপে প্রতিটি খতিয়ানের মাত্র তিনটি কপি প্রস্তুত করা হয়। হস্তলিখিত এ খতিয়ান সংরক্ষণের সমস্যা থাকায় এবং বেশী কপি না করায় রেকর্ড জালিয়াতির সুযোগ সৃষ্টি হয়।

২.৬ সিলেট জরিপঃ

বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন, ১৮৮৫ এবং সার্ভে এ্যাক্ট, ১৮৭৫ এর নিয়ম মোতাবেক বর্তমান বাংলাদেশের সব এলাকার নক্সা ও স্বত্বলিপি প্রস্তুত করা হলেও সিলেট জেলা সিএস জরিপের আওতাবহির্ভূত ছিল। সিলেট জেলার জন্য আলাদাভাবে ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে সিলেট প্রজাস্বত্ব আইন প্রণয়ন করা হয় এবং উক্ত আইনের ১১৭ ধারাবলে ১৯৫০ সালে সিএস জরিপ পরিচালনা করা হয়। এ সময় অর্থাৎ ১৯৫০ সনের জমিদারী অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের অধীন এসএ জরিপ চলাকালে এ জরিপকে অন্তর্ভুক্ত করে জরিপ সম্পন্ন করা হয়। এ কারণে বৃহত্তর সিলেট জেলায় সিএস এবং এসএ জরিপের খতিয়ান ও দাগ একই।

২.৭ দিয়ারা জরিপঃ

নদীমাতৃক বাংলাদেশের নদী ও সমুদ্র (দরিয়া) উপকূলবর্তী এলাকায় প্রতি বছর ভাঙ্গনের ফলে যেমন বিপুল পরিমাণ ভূমি নদী বা সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়, তেমনি বিপুল পরিমাণ ভূমি নদী বা সমুদ্রগর্ভ হতে জেগে উঠে। এ প্রক্রিয়াকে সিকস্তি ও পয়স্তি বলা হয়। জানা যায় দিয়ারা শব্দটি দরিয়া হতে এসেছে। নদী কিংবা সমুদ্র (দরিয়া) হতে সিকস্তি ও পয়স্তি হওয়া ভূমির নক্সাসহ স্বত্বলিপি প্রস্তুতির (নুতন অথবা হালনাগাদ করা) কাজ এ জরিপে হয়ে থাকে বলে এ জরিপকে দিয়ারা জরিপ বলা হয়। নদী বা সমুদ্র হতে জেগে উঠা চরভূমি, কিংবা ভাঙ্গানের ফলে ভূমি খন্ডের বাস্তব অবস্থার যেমন পরিবর্তন ঘটে, তেমনি নক্সা ও মালিকানা প্রচলিত বিভিন্ন আইন দ্বারা পরিবর্তিত হয়ে থাকে। নুতন জেগে উঠা চরভূমির মালিকানা, মৌজা, থানা সীমানা ইত্যাদি নিয়ে বিবাদ মিমাংসাসহ এ ব্যবস্থাকে হালনাগাদ করার জন্য জেলা প্রশাসনের চাহিদার প্রেক্ষিতে প্রতি বছর বিভিন্ন এলাকায় বাৎসরিক পরিকল্পনার আওতায় দিয়ারা জরিপ কার্য সম্পন্ন করা হয়। চরাঞ্চলের ভূমির আইনানুগ মালিকানা, স্বত্ব-স্বার্থ ও অধিকার সংরক্ষণসহ রাজস্ব নির্ধারণে উদ্ভূত নানাবিধ সমস্যা নিরসনকল্পে বৃটিশ শাসনামলের বিভিন্ন সময়ে বেশ কিছু আইন প্রণয়ন করা হয়। প্রকৃতবিচারে দিয়ারা জরিপ সিএস জরিপ থেকেও বেশী প্রাচীন। বৃটিশ শাসনামলে প্রথম দি বেঙ্গল এলুভিয়ন ও ডাইলুভিয়ন এ্যাক্ট, ১৮৪৭ এর বিধান বলে সিকস্তি ও পয়স্তি ভূমির স্বত্বাধিকার নির্ধারণ এবং

তদানুযায়ী ভূমি রাজস্ব নির্ধারণের লক্ষ্যে ১৮৬২ সনে সুন্দরবন এলাকায় সর্বপ্রথম দিয়ারা জরিপ কাজ আরম্ভ করা হয়। পক্ষান্তরে সিএস জরিপ আরম্ভ হয় ১৮৮৮সালে। রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ এ সিকস্তি ও পয়স্তি ভূমির ব্যবস্থাপনার জন্য ৮৬ ও ৮৭ ধারার বিধান প্রযোজ্য হওয়ায় দিয়ারা জরিপের গুরুত্ব আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৬৩ সনে ঢাকাতে দিয়ারা সেটেলমেন্ট নামে স্থায়ী অফিস স্থাপন করে নোয়াখালী জেলার সুধারাম থানায় প্রথম দিয়ারা জরিপ শুরু করা হয় এবং ১৯৬৯ সনে এর চূড়ান্ত প্রকাশনা দেয়া হয়। নরসিংদীতে একটি দিয়ারা ক্যাম্প সক্রিয় আছে।এসব অফিসের মাধ্যমে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে (বৃহত্তর ঢাকা, বরিশাল, পটুয়াখালী, নোয়াখালী, চট্রগ্রাম, রাজশাহী ইত্যাদি) দিয়ারা জরিপ অব্যাহত রয়েছে।

২.৮ আর এস জরিপঃ

১৯৫০ সনের জমিদারী অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের বিধানমতে ১৯৫৬ হতে ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত এসএ জরিপ পরিচালিত হয়। এতে প্রধানতঃ সি এস নক্সা ও রেকর্ডের উপর ভিত্তি করে হাতে লিখে বিভিন্ন স্থানে ক্যাম্প স্থাপনের মাধ্যমে খতিয়ান প্রস্তুত করা হয়। রেকর্ড প্রস্তুতির সময়েই এ জরিপের সঠিকতা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। এ কারণে তদানীন্তন সরকার ১৯৫৯ সালে মাহমুদ কমিশন এবং পরবর্তীতে ১৯৬৩ সালে সৈয়দ মোয়াজ্জেম উদ্দিন হোসেন কমিশন গঠন করে। এ কমিশন বিভিন্ন স্থানে প্রণীত এস এ রেকর্ড পরীক্ষা করে বেশ কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি লক্ষ্য করেন এবং তা সংশোধনের জন্য সুপারিশ করেন। অংশীদারগণের অংশ সঠিকভাবে রেকর্ড না করা, বৈধ অংশীদারের নাম বাদ পড়া, প্রজার জমি খাস খতিয়ানে এবং খাসের জমি ব্যক্তির নামে রেকর্ড হওয়া, এক মালিকের দাগ অন্যের নামে রেকর্ড হওয়া প্রভৃতি গুরুতর ত্রুটি কমিশন উদঘাটন করেন। এ সকল কারণে কমিশনের সুপারিশ মোতাবেক ১৯৬৫-৬৬ সন হতে সংশোধনী জরিপ বা Rivisional Survey (RS) আরম্ভ করা হয়।

আর এস জরিপভূক্ত এলাকার তথ্য নিম্নে উপস্থাপন করা হল।

ক্রঃ নং	এলাকার নাম	আরম্ভের বছর	এ পর্যন্ত অগ্রগতি
১.	বৃহত্তর রাজশাহী অঞ্চল	১৯৬৫-৬৬	১৯৮৩ সালে সমাপ্ত হয়েছে।
২.	বৃহত্তর ঢাকা অঞ্চল	১৯৬৬-৬৭	২০০২ সালে সমাপ্ত হয়েছে।
৩.	বৃহত্তর চট্রগ্রাম অঞ্চল	১৯৭০-৭১	১৯৯১ সালে সমাপ্ত হয়েছে।
৪.	বৃহত্তর পাবনা অঞ্চল	১৯৭৫-৭৬	২০০৫ সালে সমাপ্ত হয়েছে।
৫.	বৃহত্তর কুষ্টিয়া অঞ্চল	১৯৭৫-৭৬	১৯৯৫ সালে সমাপ্ত হয়েছে।
৬.	বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চল	১৯৭৯-৮০	চলমান রয়েছে।

২.৮.১ বৃহত্তর ঢাকার সংশোধনী জরিপ (আর এস)০ঃ

বৃহত্তর ঢাকা জেলার সংশোধনী জরিপ কাজ ১৯৬৬-৬৭ অর্থ বছরে আরম্ভ করা হয়। সূচনা পর্বে সংশোধনী জরিপের আওতায় ঢাকা জেলার অধীন তদানীন্তন ০৬টি (ঢাকা সদর, গাজীপুর, নারায়নগঞ্জ, নরসিংদী, মানিকগঞ্জ ও মুন্সিগঞ্জ) মহকুমার মোট ৪৭টি থানার ৫২৫১টি মৌজার ভূমি জরিপের সার্বিক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। পরবর্তীতে সিকস্তিজনিত কারণে জরিপ অনুপযুক্ত হওয়ায় ঢাকা জেলার সদর মহকুমার দোহার থানার ০৩টি, নারায়নগঞ্জ মহকুমার বৈদ্যেরবাজার থানার ১৩টি, আড়াইহাজার থানার ০৫টি, মানিকগঞ্জ মহকুমার হরিরামপুর থানার ২৭টি দৌলতপুর থানার ০৪টি, শিবালয় থানার ০৯টি, মুন্সিগঞ্জ মহকুমার লৌহজং থানার ১০টি, সিরাজদিখান থানার ০১টি, টঙ্গীবাড়ী থানার ০৮টি, শ্রীনগর থানার ০৭টি, সদর থানার ০১টি, গজারিয়া থানার ০৫টি সহ মোট ৯৩টি মৌজার কাজ সার্বিক কর্মসূচী হতে বাদ রাখা হয়। ফলে মোট কর্মসূচীভূক্ত মৌজার সংখ্যা দাড়ায় ৫১৫৮টি। এ জরিপে মোট ০৬টি জেলার ৪৭টি থানার ৫১৫৮টি মৌজার ৫৪,৭২,৪৯২টি দাগ, ১৬,২৩,১৯৩টি খতিয়ান ও ৭,৮৪৪টি সিট প্রস্তুত করা হয়। ৩০বিধিতে নিষ্পত্তিকৃত আপত্তি কেস সংখ্যা ৪,৭৬,৪৭৭টি এবং ৩১ বিধিতে নিষ্পত্তিকৃত আপীল কেস সংখ্যা ছিল ৩৫,৭৬৯টি। গেজেট বিজ্ঞপ্তি নং ভূঃমঃশা/২/গেঃবিঃ/

৩/২০০১/৭৪১/১(৩), তারিখ ১০-১০-২০০২ ইং জারীর পর ২০০২ সালের ২৯ ডিসেম্বর সর্বশেষ ৭টি মৌজার ভলিউম হস্তান্তরের মাধ্যমে এই সংশোধনী জরিপ সমাপ্তি লাভ করে। লক্ষ্যণীয় যে, আর এস জরিপও যৌক্তিক সময়সীমার মধ্যে সম্পন্ন করা যায়নি। ফলে ভূমি মালিকেরা কাংখিত সুফল পান নাই।

২.৯ পার্বত্য চট্রগ্রাম জরিপঃ

পার্বত্য চট্রগ্রাম এলাকার জন্য ১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন প্রযোজ্য না থাকায় এ এলাকায় কোন ভূমি জরিপ হয়নি এবং ফলে এ এলাকার কোন মৌজা ম্যাপ বা খতিয়ান নেই। বাংলাদেশ সরকার ১৯৮৪ সালে সমগ্র পার্বত্য চট্রগ্রাম এলাকা অর্থাৎ রাঙ্গামাটি, বান্দরবন ও খাগড়াছড়ি জেলায় ভূমি জরিপকরণের জন্য ভূমি খতিয়ান (পার্বত্য চট্রগ্রাম) অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ জারী করেন। এর বিধান মোতাবেক ১৯৮৫ সালে জরিপ আরম্ভ করা হলেও পাহাড়ী জনগোষ্ঠির (উপজাতি ও আদিবাসী) প্রবল বিরোধিতার কারণে এ জরিপ বন্ধ হয়ে যায়।

২.১০ জোনাল জরিপঃ ভূমি সংস্কার কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে ১৯৮৪ সালের ২৪ ডিসেম্বর তারিখে সারা দেশব্যাপী ১৯৮৫-৮৬ সাল হতে সহায়ী জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস স্থাপন এবং প্রতিটি বৃহত্তর জেলায় ২৮ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং প্রতিটি উপজেলায় ১৯ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী সমন্বয়ে স্থায়ী জরিপ কাঠামোর আওতায় ক্রমান্বয়ে অফিস স্থাপন করে কার্যক্রম পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তদানুযায়ী প্রথমে ১০টি বৃহত্তর জেলার মোট ২০৯টি উপজেলায় জরিপ কাজ আরম্ভ করা হয়।

জোনাল জরিপের হালনাগাদ অবস্থাঃ

ক্র নং	এলাকার নাম	আরম্ভের বছর	এ পর্যন্ত অগ্রগতি	মন্তব্য
১.	বৃহত্তর যশোর অঞ্চল	১৯৮৫-৮৬	চলমান রয়েছে	
২.	বৃহত্তর বগুড়া অঞ্চল	১৯৮৫-৮৬	চলমান রয়েছে	
৩.	বৃহত্তর ফরিদপুর অঞ্চল	১৯৮৫-৮৬	চলমান রয়েছে	
৪.	বৃহত্তর কুমিল্লা অঞ্চল	১৯৮৫-৮৬	চলমান রয়েছে	
৫.	বৃহত্তর রংপুর অঞ্চল	১৯৮৬-৮৭	চলমান রয়েছে	
৬.	বৃহত্তর টাংগাইল অঞ্চল	১৯৮৬-৮৭	চলমান রয়েছে	
৭.	বৃহত্তর খুলনা অঞ্চল	১৯৮৬-৮৭	চলমান রয়েছে	
৮.	বৃহত্তর নোয়াখালী অঞ্চল	১৯৮৭-৮৮	চলমান রয়েছে	
৯.	বৃহত্তর বরিশাল অঞ্চল	১৯৮৭-৮৮	চলমান রয়েছে	বর্তমানে ৫০% উপজেলায় চলমান রয়েছে
১০.	বৃহত্তর সিলেট অঞ্চল	১৯৮৭-৮৮	চলমান রয়েছে	বর্তমানে ৫০% উপজেলায় চলমান রয়েছে

ভূমি মন্ত্রণালয়ের ১৭-০৬-২০০৭ তারিখের ভূঃমঃশা-২ (জরিপ সংক্রান্ত)/৮-২০০৬-২৯৯ নং স্মারকের আদেশে অবশিষ্ট ০৯টি বৃহত্তর জেলা যথা দিনাজপুর, জামালপুর, পটুয়াখালী, ঢাকা, পাবনা, ময়মনসিংহ, কুষ্টিয়া ও চট্রগ্রাম জেলার ২০০টি এবং সিলেট ও বরিশাল জেলার অবশিষ্ট ৩৩টিসহ মোট ২৩৩টি উপজেলায় আরম্ভ করার নির্দেশের প্রেক্ষিতে এ সকল অঞ্চলে জোনাল অফিস চালু করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমেসকল উপজেলায় স্থায়ী অফিস স্থাপনের মাধ্যমে ভূমি জরিপ করা হবে।অত্যন্ত ধীর গতিতে জরিপ চলায় ভূমি মালিকেরা কাংখিত সুফল থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

২.১১ নদী জরিপঃ ২০০২-২০০৩ অর্থবছরে ঢাকা, গাজীপুর, নারায়গঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ জেলার নদীসংলগ্ন ২৭১ টি মৌজার জরিপ কার্যক্রম গত ২০০২-০৩ অর্থবছরে শুরু করা হয়। পরবর্তীতে নদীর অরিজিনাল টেরিটোরি নির্ধারণ বিষয়ে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে ৩৫০৩/২০০০৯ নং রীট পিটিশন দায়ের হওযায় অক্টোবর , ২০০৯ হতে এ জরিপের সকল কার্যক্রমস্থগিত রাখা হয়েছে।

২.১২ সাভার জরিপঃ

২০০৫-০৬ অর্থ বছর হতে সাভার উপজেলাধীন ১৭৯ টি মৌজার জরিপ কাজ শুরু হয়। এর মধ্যে ১০৭ টি মৌজার কার্যক্রম চলমান আছে। ৭২ টি মৌজার ট্রার্ভার্স সম্পন্ন না হওয়ায় পরবর্তী স্তরের কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। ১০৫ টি মৌজার মধ্যে ১০১টি মৌজার চূড়ান্ত যাঁচ সম্পন্ন হয়েছে। বাকী ৪টি মৌজা আপীল স্তরে উন্নীত হয়েছে।

২.১৩ ডিজিটাল জরিপঃ

প্রচলিত সনাতন পদ্ধতিতে জরিপের পরিবর্তে আধুনিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নির্ভর ভূমি জরিপ পদ্ধতিকে ডিজিটাল ভূমি জরিপ বলা যায়। আধুনিক ডিজিটাল যন্ত্রপাতি যেমন, জিপিএস, ইটিএস, কম্পিউটার/ ওয়ার্ক স্টেশন, প্রিন্টার, প্লটার, ম্যাপ, স্ক্যানার, জিপিএস ও ক্যাডাস্ট্র্যাল ডাটা প্রসেসিং সফটওয়ার ইত্যাদি ব্যবহার করে মৌজা ম্যাপ ও খতিয়ান প্রস্তুত করাই ডিজিটাল জরিপের কার্য পদ্ধতি।

ইটিএসমেশিনঃ সনাতন পদ্ধতির পরিবর্তে এ মেশিনে সরাসরি কোন বিন্দুর স্থানাংক (অক্ষাংশ, দ্রাঘিমাংশ ও উচ্চতা) নির্ণয় করা যায়| ডিজিটাল ম্যাপ তৈরীতে ব্যবহার করা হয়।

২.১৪ সাভার ডিজিটাল জরিপঃ

সাভার উপজেলার ৫টি মৌজায় (আকরান, জিঞ্জিরা, খাগান, কলমা ও আউকপাড়া) গত ২০০০৮-০৯ অর্থবছরে এ জরিপ শুরু করা হয়। এর মধ্যে ৪টি মৌজা চূড়ান্ত প্রকাশনার অপেক্ষায় আছে। আউকপাড়া মৌজা আপত্তি স্তরের কার্যক্রমের উপর মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে রীট পিটিশন দায়ের হওয়ার কারণে উক্ত মৌজার কার্যক্রমস্থগিত রয়েছে।

২.১৫ পলাশ ডিজিটাল জরিপঃ

নরসিংদী জেলার পলাশ উপজেলার ৪৮ টি মৌজার গত ২০০৯-১০ অর্থবছরে এ জরিপ কাজ শুরু করা হয়। বর্তমানে এ সকল মৌজার ম্যাপ প্রসেসিং সমাপ্ত হয়েছে। ডিজিটাল জরিপ বিষয়ে কোন গাইডলাইন না থাকায় পরবর্তী স্তর সমুহের কাজ বন্ধ রয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়

ঢাকা সিটি জরিপের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

৩. এক নজরে ঢাকা সিটি জরিপঃ

৩.১ চার্টঃ

▶ ঢাকা সেটেলমেন্টের অধীন ঢাকা সিটি কার্যক্রমশুরু : ১৯৯৫-৯৬ মাঠ মৌসুমে

▶ থানার সংখ্যা : ১৫টি

▶ মোট মৌজার সংখ্যা : ১৯১টি

▶ সিটি জরিপের সার্বিক কর্মসূচীভূক্ত মৌজার সংখ্যা : ১৯১টি

▶ চূড়ামত হিসাবে সার্বিক কর্মসূচীভূক্ত মৌজা সংখ্যা : ১৯১টি

▶ সার্বিক কর্মসূচীভূক্ত মৌজাসমূহের মোট এরিয়া : ১৩৪.৯৫ বর্গ মাইল

▶ মোট খতিয়ান সংখ্যা : ৪,৪১,৪০৬টি

▶ মোট সিট সংখ্যা : ৪০৯১টি

▶ মোট দাগ সংখ্যা : ৪,৭১,০৬০টি

▶ ৩০ বিধিতে নিষ্পত্তিকৃত মোট আপত্তি কেসের সংখ্যা : ২,২৩,৬৭৪টি

▶ ৩১ বিধিতে নিষ্পত্তিকৃত মোট আপীল কেসের সংখ্যা : ৯২,৮০৪টি

▶ ভলিউম বাঁধাইর পরিমাণ : ১৯১ মৌজার ১৩৬২২টি

▶ হস্তান্তরকৃত ভলিউমের পরিমাণ : ১৯১ মৌজার ১৩৬২২টি

▶ চূড়ান্ত প্রকাশনা, গেজেট বিজ্ঞপ্তি ও ভলিউম হস্তান্তরের তালিকা নিম্নরুপঃ

৩.২ ঢাকা সিটি জরিপের আওতাভূক্ত ১৯১ মৌজার হাল নাগাদ তথ্য

ক্র নং	মৌজার নাম	জে,এল নং	থানা	চূড়ান্ত প্রকাশনাকাল		গেজেট বিজ্ঞপ্তি নম্বর	জেলা প্রশাসকের অফিসে প্রেরণ
				আরম্ভ	সমাপ্ত		
০১	ফাতেমা নগর	০২	ক্যান্টনমেন্ট	১১-৯-০২	১৬-১০-০২	২০০৩ সনের ৪১ নং গেজেট তাং ০৯/১০/২০০৩খ্রিঃ	২১/০৭/০৫
০২	খোশখানা	১০	ক্যান্টনমেন্ট	১১-৯-০২	১৬-১০-০২	২০০৩ সনের ৪১ নং গেজেট তাং ০৯/১০/২০০৩খ্রিঃ	২১/০৭/০৫
০৩	রশাদিয়া	০৭	উত্তরা	১১-৯-০২	১৬-১০-০২	২০০৩ সনের ৪১ নং গেজেট তাং ০৯/১০/২০০৩খ্রিঃ	২৬/০৯/০৭
০৪	পলাশিয়া	২১	উত্তরা	১১-৯-০২	১৬-১০-০২	২০০৩ সনের ৪১ নং গেজেট তাং ০৯/১০/২০০৩খ্রিঃ	২১/০৭/০৫
০৫	নির্নী	২৩	উত্তরা	১১-৯-০২	১৬-১০-০২	২০০৪ সনের ২৬ নং গেজেটে তাং ২৪/৬/২০০৪খ্রিঃ	২১/০৭/০৫

ক্র নং	মৌজার নাম	জে,এল নং	থানা	চূড়ান্ত প্রকাশনাকাল		গেজেট বিজ্ঞপ্তি নম্বর	জেলা প্রশাসকের অফিসে প্রেরণ
				আরম্ভ	সমাপ্ত		
০৬	সলিমুল্লাবাদ	০৬	রমনা	১১-৯-০২	১৬-১০-০২	২০০৩ সনের ৪১ নং গেজেট তাং ০৯/১০/২০০৩খ্রিঃ	২১/০৭/০৫
০৭	ঢেলনা	০৬	গুলশান	১১-৯-০২	১৬-১০-০২	২০০৪ সনের ২৬নং গেজেট, তাং-২৪/৬/২০০৪খ্রিঃ	২৬/০৯/০৭
০৮	সামাইর	১৬	গুলশান	১১-৯-০২	১৬-১০-০২	২০০৩ সনের ৪১ নং গেজেট তাং ০৯/১০/২০০৩খ্রিঃ	২৬/০৯/০৭
০৯	ছোটসায়েক	১৪	মিরপুর	১১-৯-০২	১৬-১০-০২	২০০৩ সনের ৪১ নং গেজেট তাং ০৯/১০/২০০৩খ্রিঃ	২৬/০৯/০৭
১০	হরিরামপুর	১০	মিরপুর	১১-৯-০২	১৬-১০-০২	২০০৪ সনের ২৬ নং গেজেটে তাং ২৪/৬/২০০৪খ্রিঃ	২১/০৭/০৫
১১	মেন্দিপুর	১২	ডেমরা	১১-৯-০২	১৬-১০-০২	২০০৩ সনের ৪১ নং গেজেট তাং ০৯/১০/২০০৩খ্রিঃ	২৬/০৯/০৭
১২	পূর্ব দূর্গাপুর	১০	ডেমরা	১১-৯-০২	১৬-১০-০২	২০০৩ সনের ৪১ নং গেজেট তাং ০৯/১০/২০০৩খ্রিঃ	২৬/০৯/০৭
১৩	পশ্চিম দূর্গাপুর	০৭	ডেমরা	১১-৯-০২	১৬-১০-০২	২০০৩ সনের ৪১ নং গেজেট তাং ০৯/১০/২০০৩খ্রিঃ	২৬/০৯/০৭
১৪	আনন্দনগর	১১	মিরপুর	৭-১০-০২	১৩-১১-০২	২০০৪ সনের ২৬ নং গেজেটে তাং ২৪/৬/২০০৪খ্রিঃ	২১/০৭/০৫
১৫	মহরমবাড়ী	০১	মিরপুর	৭-১০-০২	১৩-১১-০২	২০০৩ সনের ৪১ নং গেজেট তাং ০৯/১০/২০০৩খ্রিঃ	২১/০৭/০৫
১৬	পশ্চিম কান্দর	০৯	মিরপুর	৭-১০-০২	১৩-১১-০২	২০০৪ সনের ২৬ নং গেজেটে তাং ২৪/৬/২০০৪খ্রিঃ	২১/০৭/০৫
১৭	পূর্ব কান্দর	০৬	মিরপুর	৭-১০-০২	১৩-১১-০২	২০০৪ সনের ২৬ নং গেজেটে তাং ২৪/৬/২০০৪খ্রিঃ	২১/০৭/০৫
১৮	মারুল	০৭	পল্লবী	৭-১০-০২	১৩-১১-০২	২০০৩ সনের ৪১ নং গেজেট তাং ০৯/১০/২০০৩খ্রিঃ	২১/০৭/০৫
১৯	আগুন্দা	২১	পল্লবী	৭-১০-০২	১৩-১১-০২	২০০৩ সনের ৪১ নং গেজেট তাং ০৯/১০/২০০৩খ্রিঃ	২১/০৭/০৫
২০	সোলপুর	০১	ক্যান্টনমেন্ট	৭-১০-০২	১৩-১১-০২	২০০৩ সনের ৪১ নং গেজেট তাং ০৯/১০/২০০৩খ্রিঃ	২১/০৭/০৫
২১	ছোট মগবাজার	০৮	ক্যান্টনমেন্ট	৭-১০-০২	১৩-১১-০২	২০০৩ সনের ৪১ নং গেজেট তাং ০৯/১০/২০০৩খ্রিঃ	২১/০৭/০৫
২২	ছোট পলাশিয়া	৩০	উত্তরা	৭-১০-০২	১৩-১১-০২	২০০৩ সনের ৪১ নং গেজেট তাং ০৯/১০/২০০৩খ্রিঃ	২১/০৭/০৫
২৩	নির্নীচক	২৪	উত্তরা	৭-১০-০২	১৩-১১-০২	২০০৪ সনের ২৬ নং গেজেটে তাং ২৪/৬/২০০৪খ্রিঃ	২১/০৭/০৫
২৪	আশুতিয়া	০২	উত্তরা	৭-১০-০২	১৩-১১-০২	২০০৪ সনের ২৬ নং গেজেটে তাং ২৪/৬/২০০৪খ্রিঃ	২৬/০৯/০৭
২৫	ডেমরা	১৪	ডেমরা	৭-১০-০২	১৩-১১-০২	২০০৪ সনের ২৬ নং গেজেটে তাং ২৪/৬/২০০৪খ্রিঃ	২৬/০৯/০৭
২৬	ছোট শিকারীটোলা	০৬	ধানমন্ডি	৭-১০-০২	১৩-১১-০২	২০০৪ সনের ২৬ নং গেজেটে তাং ২৪/৬/২০০৪খ্রিঃ	২৬/০৯/০৭
২৭	বীরবন্দ কাছড়া	০৮	ধানমন্ডি	৭-১০-০২	১৩-১১-০২	২০০৪ সনের ২৬ নং গেজেটে তাং ২৪/৬/২০০৪খ্রিঃ	২১/০৭/০৫
২৮	নয়াখোলা	২২	উত্তরা	৩১-১০-০২	০৯-১২-০২	২০০৪ সনের ২৬ নং গেজেটে তাং ২৪/৬/২০০৪খ্রিঃ	২১/০৭/০৫
২৯	আনুল	১৮	উত্তরা	৩১-১০-০২	০৯-১২-০২	২০০৩ সনের ৪১ নং গেজেট তাং ০৯/১০/২০০৩খ্রিঃ	২৬/০৯/০৭
৩০	মৌসার	১৭	উত্তরা	৩১-১০-০২	০৯-১২-০২	২০০৪ সনের ২৬ নং গেজেটে তাং ২৪/৬/২০০৪খ্রিঃ	২১/০৭/০৫

ক্র নং	মৌজার নাম	জে,এল নং	থানা	চূড়ান্ত প্রকাশনাকাল		গেজেট বিজ্ঞপ্তি নম্বর	জেলা প্রশাসকের অফিসে প্রেরণ
				আরম্ভ	সমাপ্ত		
৩১	স্নানঘাটা	৩১	উত্তরা	৩১-১০-০২	০৯-১২-০২	২০০৪ সনের ২৬ নং গেজেটে তাং ২৪/৬/২০০৪খ্রিঃ	২৬/০৯/০৭
৩২	ভাটুলিয়া	০৪	উত্তরা	৩১-১০-০২	০৯-১২-০২	২০০৪ সনের ২৬ নং গেজেটে তাং ২৪/৬/২০০৪খ্রিঃ	২৬/০৯/০৭
৩৩	ছোট দিয়াবাড়ী	০৪	মিরপুর	৩১-১০-০২	০৯-১২-০২	২০০৪ সনের ২৬ নং গেজেটে তাং ২৪/৬/২০০৪খ্রিঃ	২১/০৭/০৫
৩৪	নবাবেরবাগ	০২	মিরপুর	৩১-১০-০২	০৯-১২-০২	২০০৪ সনের ২৬ নং গেজেটে তাং ২৪/৬/২০০৪খ্রিঃ	২১/০৭/০৫
৩৫	এনায়েতগঞ্জ	০২	লালবাগ	৩১-১০-০২	০৯-১২-০২	২০০৩ সনের ৪১ নং গেজেট তাং ০৯/১০/২০০৩খ্রিঃ	২৬/০৯/০৭
৩৬	ঠুলঠুলিয়া	০১	ডেমরা	৩১-১০-০২	০৯-১২-০২	২০০৩ সনের ৪১ নং গেজেট তাং ০৯/১০/২০০৩খ্রিঃ	২৬/০৯/০৭
৩৭	বামৈল	৩৩	ডেমরা	৩১-১০-০২	০৯-১২-০২	২০০৪ সনের ২৬ নং গেজেটে তাং ২৪/৬/২০০৪খ্রিঃ	২৬/০৯/০৭
৩৮	ঘোপদক্ষিন	৩৫	ডেমরা	৩১-১০-০২	০৯-১২-০২	২০০৩ সনের ৪১ নং গেজেট তাং ০৯/১০/২০০৩খ্রিঃ	২৬/০৯/০৭
৩৯	লালমাটিয়া আ/এ	০৫	মোহাম্মদপুর	১৮-১২-০২	২৩-১-০৩	২০০৪ সনের ২৬ নং গেজেটে তাং ২৪/৬/২০০৪খ্রিঃ	২৬/০৯/০৭
৪০	নরাইবাগ	১৬	ডেমরা	১৮-১২-০২	২৩-১-০৩	২০০৪ সনের ২৬ নং গেজেটে তাং ২৪/৬/২০০৪খ্রিঃ	২৬/০৯/০৭
৪১	দেইল্যা	৩৪	ডেমরা	১৮-১২-০২	২৩-১-০৩	২০০৪ সনের ২৬ নং গেজেটে তাং ২৪/৬/২০০৪খ্রিঃ	২৬/০৯/০৭
৪২	পূর্ব নন্দিপাড়া	০৬	ডেমরা	১৮-১২-০২	২৩-১-০৩	২০০৪ সনের ২৬ নং গেজেটে তাং ২৪/৬/২০০৪খ্রিঃ	২৬/০৯/০৭
৪৩	খোজারবাগ	০৭	মিরপুর	১৮-১২-০২	২৩-১-০৩	২০০৪ সনের ২৬ নং গেজেটে তাং ২৪/৬/২০০৪খ্রিঃ	২১/০৭/০৫
৪৪	নন্দারবাগ	১৩	মিরপুর	১৮-১২-০২	২৩-১-০৩	২০০৪ সনের ২৬ নং গেজেটে তাং ২৪/৬/২০০৪খ্রিঃ	২১/০৭/০৫
৪৫	নিগুরআপ্লাইদ	১১	গুলশান	১৮-১২-০২	২৩-১-০৩	২০০৪ সনের ২৬ নং গেজেটে তাং ২৪/৬/২০০৪খ্রিঃ	২৬/০৯/০৭
৪৬	কামারপাড়া	০৬	উত্তরা	১৮-১২-০২	২৩-১-০৩	২০০৪ সনের ২৬ নং গেজেটে তাং ২৪/৬/২০০৪খ্রিঃ	২৬/০৯/০৭
৪৭	বাওথার	৩৩	উত্তরা	১৮-১২-০২	২৩-১-০৩	২০০৪ সনের ২৬ নং গেজেটে তাং ২৪/৬/২০০৪খ্রিঃ	২৬/০৯/০৭
৪৮	গ্রামভাটুলিয়া	০১	উত্তরা	১৮-১২-০২	২৩-১-০৩	২০০৪ সনের ২৬ নং গেজেটে তাং ২৪/৬/২০০৪খ্রিঃ	২৬/০৯/০৭
৪৯	রাজাবাড়ী	০৫	উত্তরা	১৮-১২-০২	২৩-১-০৩	২০০৪ সনের ২৬ নং গেজেটে তাং ২৪/৬/২০০৪খ্রিঃ	২৬/০৯/০৭
৫০	কামারঘোপ	১৫	ডেমরা	২০-২-০৩	২৭-৩-০৩	২০০৪ সনের ২৬ নং গেজেটে তাং ২৪/৬/২০০৪খ্রিঃ	২৬/০৯/০৭
৫১	দয়াগঞ্জ	২৪	ডেমরা	২০-২-০৩	২৭-৩-০৩	২০০৪ সনের ২৬ নং গেজেটে তাং ২৪/৬/২০০৪খ্রিঃ	২৬/০৯/০৭
৫২	নাছিরাবাদ	০৩	ডেমরা	২০-২-০৩	২৭-৩-০৩	২০০৪ সনের ২৬ নং গেজেটে তাং ২৪/৬/২০০৪খ্রিঃ	২৬/০৯/০৭
৫৩	উত্তর দূর্গাপুর	০৫	ডেমরা	২০-২-০৩	২৭-৩-০৩	২০০৪ সনের ২৬ নং গেজেটে তাং ২৪/৬/২০০৪খ্রিঃ	২৬/০৯/০৭
৫৪	গৌরনগর	০৪	ডেমরা	২০-২-০৩	২৭-৩-০৩	২০০৪ সনের ২৬ নং গেজেটে তাং ২৪/৬/২০০৪খ্রিঃ	২৬/০৯/০৭
৫৫	কাশকাড়া	২৮	উত্তরা	২০-২-০৩	২৭-৩-০৩	২০০৪ সনের ২৬ নং গেজেটে তাং ২৪/৬/২০০৪খ্রিঃ	২৬/০৯/০৭

ক্র নং	মৌজার নাম	জে,এল নং	থানা	চূড়ান্ত প্রকাশনাকাল		গেজেট বিজ্ঞপ্তি নম্বর	জেলা প্রশাসকের অফিসে প্রেরণ
				আরম্ভ	সমাপ্ত		
৫৬	ভাটুরিয়া	৩২	উত্তরা	২০-২-০৩	২৭-৩-০৩	২০০৪ সনের ২৬ নং গেজেটে তাং ২৪/৬/২০০৪খ্রিঃ	২৬/০৯/০৭
৫৭	মৌসাইদ	২০	উত্তরা	২০-২-০৩	২৭-৩-০৩	২০০৪ সনের ২৬ নং গেজেটে তাং ২৪/৬/২০০৪খ্রিঃ	২৬/০৯/০৭
৫৮	চকদ্বিগুন	০১	উত্তরা	২০-২-০৩	২৭-৩-০৩	২০০৪ সনের ২৬ নং গেজেটে তাং ২৪/৬/২০০৪খ্রিঃ	২৬/০৯/০৭
৫৯	গজমহল	০৭	ধানমন্ডি	২০-২-০৩	২৭-৩-০৩	২০০৪ সনের ২৬ নং গেজেটে তাং ২৪/৬/২০০৪খ্রিঃ	২৬/০৯/০৭
৬০	কাজিরবাগ	২২	ডেমরা	১৭-৪-০৩	২৪-৫-০৩	২০০৫ সনের ১১ নং গেজেট তাং ১৭/৩/২০০৫খ্রিঃ	২৬/০৯/০৭
৬১	উত্তর সোনাটেংগর	০৪	ধানমন্ডি	১৭-৪-০৩	২৪-৫-০৩	২০০৫ সনের ১১ নং গেজেট তাং ১৭/৩/২০০৫খ্রিঃ	২৬/০৯/০৭
৬২	চামুরখান	২৬	উত্তরা	১৭-৪-০৩	২৪-৫-০৩	২০০৫ সনের ১১ নং গেজেট তাং ১৭/৩/২০০৫খ্রিঃ	২৬/০৯/০৭
৬৩	চন্ডালভোগ	১১	উত্তরা	২৬-৫-০৩	২৯-৬-০৩	২০০৫ সনের ১১ নং গেজেট তাং ১৭/৩/২০০৫খ্রিঃ	২৬/০৯/০৭
৬৪	লালাসরাই	০৭	ক্যান্টনমেন্ট	২৬-৫-০৩	২৯-৬-০৩	২০০৫ সনের ১১ নং গেজেট তাং ১৭/৩/২০০৫খ্রিঃ	২৬/০৯/০৭
৬৫	বাগনোয়াদ্দা	০৪	রমনা	২৬-৫-০৩	২৯-৬-০৩	২০০৫ সনের ১১ নং গেজেট তাং ১৭/৩/২০০৫খ্রিঃ	২৬/০৯/০৭
৬৬	মাহমুদনগর	০৫	রমনা	২৬-৫-০৩	২৯-৬-০৩	২০০৫ সনের ১১ নং গেজেট তাং ১৭/৩/২০০৫খ্রিঃ	২৬/০৯/০৭
৬৭	পূর্বহাররদিয়া	১০	গুলশান	৩০-৬-০৩	৩-৮-০৩	২০০৫ সনের ১১ নং গেজেট তাং ১৭/৩/২০০৫খ্রিঃ	২৬/০৯/০৭
৬৮	বড়সায়েক	১৫	মিরপুর	৩০-৬-০৩	৩-৮-০৩	২০০৫ সনের ১১ নং গেজেট তাং ১৭/৩/২০০৫খ্রিঃ	২৬/০৯/০৭
৬৯	পশ্চিম রাজারবাগ	০২	মতিঝিল	৩০-৬-০৩	৩-৮-০৩	২০০৫ সনের ১১ নং গেজেট তাং ১৭/৩/২০০৫খ্রিঃ	২৬/০৯/০৭
৭০	কাকরাইল	০৩	রমনা	৩০-৬-০৩	৩-৮-০৩	২০০৫ সনের ১১ নং গেজেট তাং ১৭/৩/২০০৫খ্রিঃ	২৬/০৯/০৭
৭১	আমাইয়া	২৭	উত্তরা	১১-৮-০৩	১৫-৯-০৩	২০০৫ সনের ১১ নং গেজেট তাং ১৭/৩/২০০৫খ্রিঃ	২৬/০৯/০৭
৭২	গোবিন্দপুর	২৫	উত্তরা	৩১-১০-০২	০৯-১২-০২	২০০৪ সনের ২৬ নং গেজেট, তাং-২৪/৬/২০০৪খ্রিঃ	২৬/০৯/০৭
৭৩	পশ্চিম খান	০২	ক্যান্টনমেন্ট	১৮-১২-০২	২৩-১-০৩	২০০৪ সনের ২৬ নং গেজেট, তাং-২৪/৬/২০০৪খ্রিঃ	২১/০৭/০৫
৭৪	সেকেরকলসী	১০	পল্লবী	২০-২-০৩	২৭-৩-০৩	২০০৪ সনের ৩৭ নং গেজেট, তাং ০৯/৯/২০০৪খ্রিঃ	২১/০৭/০৫
৭৫	শেরে বাংলা নগর	০১	তেজগাঁও	১১-৯-০২	১৬-১০-০২	২০০৩ সনের ৪১ নং গেজেট তাং ০৯/১০/২০০৩খ্রিঃ	১১/০২/০৮
৭৬	পাতিরা	০৫	গুলশান	৩০-৬-০৩	৩-৮-০৩	২০০৫ সনের ১১ নং গেজেট, তাং ১৭/৩/২০০৫খ্রিঃ	১১/০২/০৮
৭৭	উজানপুর	২১	উত্তরা	১১-৮-০৩	১৫-৯-০৩	২০০৫ সনের ১১ নং গেজেট, তাং ১৭/৩/২০০৫খ্রিঃ	১১/০২/০৮
৭৮	উত্তর নন্দীপাড়া	০২	ডেমরা	১১-৮-০৩	১৫-৯-০৩	২০০৫ সনের ১১ নং গেজেট, তাং ১৭/৩/২০০৫খ্রিঃ	১১/০২/০৮
৭৯	শুক্রাবাদ	০২	তেজগাঁও	৮-৯-০৩	১৪-১০-০৩	২০০৫ সনের ১৪ নং গেজেট, তাং ০৭/৪/২০০৫খ্রিঃ	১১/০২/০৮
৮০	উত্তর ব্রাম্মনচিরন	০২	মতিঝিল	৮-৯-০৩	১৪-১০-০৩	২০০৫ সনের ১৪ নং গেজেট, তাং ০৭/৪/২০০৫খ্রিঃ	১১/০২/০৮

ক্র নং	মৌজার নাম	জে,এল নং	থানা	চূড়ান্ত প্রকাশনাকাল		গেজেট বিজ্ঞপ্তি নম্বর	জেলা প্রশাসকের অফিসে প্রেরণ
				আরম্ভ	সমাপ্ত		
৮১	তালনা	০২	গুলশান	৮-৯-০৩	১৪-১০-০৩	২০০৫ সনের ১৪ নং গেজেট, তাং ০৭/৪/২০০৫খ্রিঃ	১১/০২/০৮
৮২	সুন্না	১৮	ডেমরা	৮-৯-০৩	১৪-১০-০৩	২০০৫ সনের ১৪ নং গেজেট, তাং ০৭/৪/২০০৫খ্রিঃ	১১/০২/০৮
৮৩	রাজমুশুরী	০৩	ধানমন্ডি	৮-৯-০৩	১৪-১০-০৩	২০০৫ সনের ১৪ নং গেজেট, তাং ০৭/৪/২০০৫খ্রিঃ	১১/০২/০৮
৮৪	গেন্ডারিয়া	২৫	ডেমরা	৩-১১-০৩	১১-১২-০৩	২০০৫ সনের ১৪ নং গেজেট, তাং ০৭/৪/২০০৫খ্রিঃ	১১/০২/০৮
৮৫	চাকুলী	০৮	পল্লবী	৩-১১-০৩	১১-১২-০৩	২০০৫ সনের ১১ নং গেজেট, তাং ১৭/৩/২০০৫খ্রিঃ	১১/০২/০৮
৮৬	পূর্বব্রাম্মনচিরন	০৮	সবুজবাগ	২৪-১-০৪	৪-৩-০৪	২০০৭ সনের ৩৮ নং গেজেট, তাং-২০/০৯/০৭ খ্রিঃ	১১/০২/০৮
৮৭	আদাবচক	০৪	মোঃপুর	২৪-১-০৪	৪-৩-০৪	২০০৭ সনের ৩৮ নং গেজেট, তাং-২০/০৯/০৭ খ্রিঃ	১১/০২/০৮
৮৮	সুলতানগঞ্জ	০৮	মোঃপুর	২৪-১-০৪	৪-৩-০৪	২০০৭ সনের ৩৮ নং গেজেট, তাং-২০/০৯/০৭ খ্রিঃ	১১/০২/০৮
৮৯	সিদ্ধেশ্বরী	০১	রমনা	২৪-১-০৪	৪-৩-০৪	২০০৭ সনের ৩৮ নং গেজেট, তাং-২০/০৯/০৭ খ্রিঃ	১১/০২/০৮
৯০	দক্ষিন সোনাটেংগর	০৫	ধানমন্ডি	২৪-১-০৪	৪-৩-০৪	২০০৭ সনের ৩৮ নং গেজেট, তাং-২০/০৯/০৭ খ্রিঃ	১১/০২/০৮
৯১	কায়েতপাড়া	১৩	ডেমরা	২৪-১-০৪	৪-৩-০৪	২০০৭ সনের ৩৮ নং গেজেট, তাং-২০/০৯/০৭ খ্রিঃ	১১/০২/০৮
৯২	পাতরুল	০৫	পল্লবী	২৪-১-০৪	৪-৩-০৪	২০০৭ সনের ৩৮ নং গেজেট, তাং-২০/০৯/০৭ খ্রিঃ	১১/০২/০৮
৯৩	বসুপাড়া	০৮	মিরপুর	২৪-১-০৪	৪-৩-০৪	২০০৭ সনের ৩৮ নং গেজেট, তাং-২০/০৯/০৭ খ্রিঃ	১১/০২/০৮
৯৪	মস্তুল	০৪	গুলশান	৪-৪-০৪	১১-৪-০৪	২০০৭ সনের ৩৮ নং গেজেট, তাং-২০/০৯/০৭ খ্রিঃ	১১/০২/০৮
৯৫	করাইল	১৮	গুলশান	৪-৪-০৪	১১-৪-০৪	২০০৭ সনের ৩৮ নং গেজেট, তাং-২০/০৯/০৭ খ্রিঃ	১১/০২/০৮
৯৬	শ্রীখন্ড	০১	ধানমন্ডি	৪-৪-০৪	১১-৪-০৪	২০০৭ সনের ৩৮ নং গেজেট, তাং-২০/০৯/০৭ খ্রিঃ	১১/০২/০৮
৯৭	পয়টি	১৭	ডেমরা	৪-৪-০৪	১১-৪-০৪	২০০৭ সনের ৩৮ নং গেজেট, তাং-২০/০৯/০৭ খ্রিঃ	১১/০২/০৮
৯৮	ধামালকোট	০৪	ক্যান্টনমেন্ট	৪-৪-০৪	১১-৪-০৪	২০০৭ সনের ৩৮ নং গেজেট, তাং-২০/০৯/০৭ খ্রিঃ	১১/০২/০৮
৯৯	জোকা	৩৭	ডেমরা	৩১-৫-০৪	৬-৭-০৪	২০০৭ সনের ৩৮ নং গেজেট, তাং-২০/০৯/০৭ খ্রিঃ	১১/০২/০৮
১০০	গজারিয়া	০১	ডেমরা	৩১-৫-০৪	৬-৭-০৪	২০০৬ সনের গেজেট নং ০৮ , তাং-২৩/০২/২০০৬খ্রিঃ	১১/০২/০৮
১০১	বিশিল	০৩	মিরপুর	৩১-৫-০৪	৬-৭-০৪	২০০৬ সনের গেজেট নং ০৮ , তাং-২৩/০২/২০০৬খ্রিঃ	১১/০২/০৮
১০২	নতুন পল্টনের লাইন	০৭	লালবাগ	৩১-৫-০৪	৬-৭-০৪	২০০৬ সনের গেজেট নং ০৮ , তাং-২৩/০২/২০০৬খ্রিঃ	১১/০২/০৮
১০৩	তেজতুরী বাজার	০৪	তেজগাঁও	১৯-৭-০৪	২২-৮-০৪	২০০৬ সনের গেজেট নং ০৮ , তাং-২৩/০২/২০০৬খ্রিঃ	১১/০২/০৮
১০৪	দুয়ারীপাড়া	০৬	পল্লবী	১৯-৭-০৪	২২-৮-০৪	২০০৬ সনের গেজেট নং ০৮ , তাং-২৩/০২/২০০৬খ্রিঃ	১১/০২/০৮
১০৫	পুরাতন পল্টনের লাইন	০৪	মতিঝিল	১৯-৭-০৪	২২-৮-০৪	২০০৬ সনের গেজেট নং ০৮ , তাং-২৩/০২/২০০৬খ্রিঃ	১১/০২/০৮

ক্র নং	মৌজার নাম	জে,এল নং	থানা	চূড়ান্ত প্রকাশনাকাল		গেজেট বিজ্ঞপ্তি নম্বর	জেলা প্রশাসকের অফিসে প্রেরণ
				আরম্ভ	সমাপ্ত		
১০৬	উত্তর আদাব	০২	মোঃপুর	২/১১/০৪	১২/১২/০৪	২০০৫সনের ৪৭ নং গেজেট, তাং-২৪/১১/২০০৫খ্রিঃ	১১/০২/০৮
১০৭	যাত্রাবাড়ী	২৩	ডেমরা	২/১১/০৪	১২/১২/০৪	২০০৫সনের ৪৭ নং গেজেট, তাং-২৪/১১/২০০৫খ্রিঃ	১১/০২/০৮
১০৮	ডুমনী	০৬	গুলশান	২১/১২/০৪	৩১/১/০৪	২০০৬ সনের ২০নং গেজেট, তাং- ১৮/৫/২০০৬খ্রিঃ	১১/০২/০৮
১০৯	বাইলজুরী	১২	উত্তরা	২১/১২/০৪	৩১/১/০৪	২০০৬ সনের ২০নং গেজেট, তাং- ১৮/৫/২০০৬খ্রিঃ	১১/০২/০৮
১১০	দামড়ীপাড়া	১৯	ডেমরা	২১/১২/০৪	৩১/০১/০৫	২০০৬ সনের ২০নং গেজেট, তাং- ১৮/৫/২০০৬খ্রিঃ	১১/০২/০৮
১১১	আমলিয়া	০৮	ডেমরা	২১/১২/০৪	৩১/১/০৪	২০০৬ সনের ২০নং গেজেট, তাং- ১৮/৫/২০০৬খ্রিঃ	১১/০২/০৮
১১২	ওয়ারী	০১	সূত্রাপুর	১৫/৭/০৭	২৩/৮/০৭	২০০৮ সনের ০৪নং গেজেট, তাং- ২৪/০১/২০০৮খ্রিঃ	১১/০২/০৮
১১৩	গোড়ান	০৪	সবুজবাগ	১/৬/০৫	৫/৭/০৫	২০১০ সনের ১৫ নং গেজেট, তাং-১৫/০৪/২০১০ খ্রিঃ	১১/০২/০৮
১১৪	সারুলিয়া	৩৬	ডেমরা	১/৬/০৫	৫/৭/০৫	২০১০ সনের ১৫ নং গেজেট, তাং-১৫/০৪/২০১০ খ্রিঃ	১১/০২/০৮
১১৫	ধউর	০৩	উত্তরা	১/৬/০৫	৫/৭/০৫	২০১০ সনের ১৫ নং গেজেট, তাং-১৫/০৪/২০১০ খ্রিঃ	১১/০২/০৮
১১৬	শ্যামপুর	২৮	ডেমরা	৭/৬/০৫	১১/৭/০৫	২০১০ সনের ১৫ নং গেজেট, তাং-১৫/০৪/২০১০ খ্রিঃ	১১/০২/০৮
১১৭	মান্ডা	০৯	সবুজবাগ	৭/৬/০৫	১১/০৭/০৫	২০১০ সনের ১৫ নং গেজেট, তাং-১৫/০৪/২০১০ খ্রিঃ	১১/০২/০৮
১১৮	হাসানপুর	০২	সূত্রাপুর	২০-২-০৩	২৭-৩-০৩	২০০৪ সনের ৩৭ নং তাং ০৯/০৯/২০০৪ ইং	২৯/০৭/০৯
১১৯	আব্দুল্লাহপুর	১৩	উত্তরা	১১-৮-০৩	১৫-০৯-০৩	২০০৫ সনের ১১ নং তাং ১৭-০৩-২০০৫ ইং	২৯/০৭/০৯
১২০	গুলশান আ/এ	১৭	গুলশান	০৪-০৪-০৪	১১-৫-০৪	২০০৭ সনের ৯ নং গেজেট তাং ১-০৩-০৭	২৯/০৭/০৯
১২১	রমনা	৭	রমনা	২৩/৩/০৬	০৮/৫/০৬	২০০৭ সনের ৩২ নং গেজেট তাং ০৯-০৮-০৭	২৯/০৭/০৯
১২২	রাজারবাগ	০৭	সবুজবাগ	১৫/১০/০৬	৩০/১১/০৬	২০০৭ সনের ৩২ নং গেজেট কাং ০৯-০৮-০৭	১৪/০২/০৯
১২৩	মাতুয়াইল	২০	ডেমরা	১৫/১০/০৬	৩০/১১/০৬	২০০৭ সনের ৩২ নং গেজেট তাং-০৯/০৮/০৭ খ্রিঃ	১৪/০২/০৯
১২৪	শান্তি নগর	০৩	মতিঝিল	২৩/১২/০৭	৩/২/০৮	২০০৮ সনের ৩৪নং গেজেট তাং ২১/০৮/২০০৮ ইং	২৯/০৭/০৯
১২৫	কাওরান	০৭	তেজগাঁও	২৩/১২/০৭	৩/২/০৮	২০০৮ সনের ৩৪নং গেজেট তাং ২১/০৮/২০০৮ ইং	২৯/০৭/০৯
১২৬	ধানমন্ডি আ/এ	১০	ধানমন্ডি	১৫/১/০৮	২৬/২/০৮	২০০৮ সনের ৩৪নং গেজেট তাং ২১/০৮/২০০৮ ইং	১৮/০৪/১০
১২৭	বনানী আ/এ	২০	গুলশান	১৫/১/০৮	২৬/২/০৮	২০০৮ সনের ৩৪নং গেজেট তাং ২১/০৮/২০০৮ ইং	২৯/০৭/০৯
১২৮	লালবাগ	০৮	লালবাগ	২৭/০৩/০৮	১১/০৫/০৮	২০০৮ সনের ৩৪নং গেজেট তাং ২১/০৮/২০০৮ ইং	২৯/০৭/০৯
১২৯	মতিঝিল	০৬	মতিঝিল	১৯-৭-০৪	২২-৮-০৪	২০০৮ সনের ১৫নং গেজেট তাং ১০/০৪/২০০৮ ইং	২৯/০৭/০৯
১৩০	হাজারীবাগ	০৬	লালবাগ	১১-৯-০৭	২৮/১০/০৭	২০০৮ সনের ৩৫ নং তাং- ২৮/০০৮/০৮ ইং	২৯/০৭/০৯

ক্র নং	মৌজার নাম	জে,এল নং	থানা	চূড়ান্ত প্রকাশনাকাল		গেজেট বিজ্ঞপ্তি নম্বর	জেলা প্রশাসকের অফিসে প্রেরণ
				আরম্ভ	সমাপ্ত		
১৩১	বারৈখালী	০২	ধানমন্ডি	০৭/০৬/০৫	১১/০৭/০৫	২০১০ সনের ১৫ নং তাং-১৫/৪/১০ইং	১৮/০৪/১০
১৩২	কালুনগর	০১	লালবাগ	১৯/০৭/০৪	২২/০৮/০৪	২০০৬ সনের ০৮ নং গেজেট, তাং- ২৩/০২/২০০৬খ্রিঃ	১৮/০৪/১০
১৩৩	উত্তর মেরাদিয়া	২৩	গুলশান	২০/০২/০৩	২৭/০৩/০৩	২০০৪ সনের ৩৭ নং গেজেট, তাং-০৯/০৯/২০০৪খ্রিঃ	১৮/০৪/১০
১৩৪	পশ্চিম হাররদিয়া	১২	গুলশান	২০/০২/০৩	২৭/০৩/০৩	২০০৪ সনের ৩৭ নং গেজেট, তাং-০৯/০৯/২০০৪খ্রিঃ	১৮/০৪/১০
১৩৫	ছোট বেরাইদ	০৮	গুলশান	২৬/০৫/০৩	২৯/০৬/০৩	২০০৫ সনের ১১ নং গেজেট, তাং- ১৭/০৩/২০০৫খ্রিঃ	১৮/০৪/১০
১৩৬	জহুরাবাদ	০৫	মিরপুর	১১/০৮/০৩	১৫/০৯/০৩	২০০৫ সনের ১১ নং গেজেট, তাং- ১৭/০৩/২০০৫খ্রিঃ	১৮/০৪/১০
১৩৭	আইলবহর	২৭	ডেমরা	৩১/০৫/০৪	০৬/০৭/০৪	২০০৬ সনের ০৮ নং তাং ২৩/০২/২০০৬ইং	২১/০৬/১০
১৩৮	বাগচানখাঁ	০৫	লালবাগ	০৮/০৯/৫	১৬/১০/০৫	২০০৬ সনের ৩২নং তাং ১০/০৮/০৬ ইং	১৮/০৪/১০
১৩৯	চরকামরাঙ্গী	০৩	লালবাগ	২৪/১১/০৫	০৫/০১/০৬	২০০৬ সনের ৩২নং তাং ১০/০৮/০৬ ইং	১৮/০৪/১০
১৪০	জুরাইন	২৬	ডেমরা	১৪/১১/০৫	২৩/১২/০৫	২০০৭সনের ৪০ তাং ০৪/১০/২০০৭ ইং	১৮/০৪/১০
১৪১	সুতিভোলা	১৪	গুলশান	১৪/১১/০৫	২৩/১২/০৫	২০০৭সনের ৪০ তাং ০৪/১০/২০০৭ ইং	১৮/০৪/১০
১৪২	উলন	০১	সবুজবাগ	১৬/০৪/০৬	২৯/০৫/০৬	২০০৭সনের ০৯ তাং ০১/০৩/০৭ইং	২৭/০৯/১০
১৪৩	মেরাদিয়া	০৩	সবুজবাগ	১৩/০৩/০৬	২৫/০৪/০৬	২০০৭সনের ০৯ তাং ০১/০৩/০৭ইং	২১/০৬/১০
১৪৪	ব্রাস্মনচিরন	২১	ডেমরা	১৬/০৪/০৬	২৯/০৫/০৬	২০০৭সনের ০৯ তাং ০১/০৩/০৭ইং	১৮/০৪/১০
১৪৫	দক্ষিনগাঁও	০৩	সুজবাগ	১৩/০৩/০৬	২৫/০৪/০৬	২০০৭সনের ০৯ তাং ০১/০৩/০৭ইং	১৮/০৪/১০
১৪৬	দঃ শহরখিলগাঁও	০১	মতিঝিল	১৫/১০/০৬	৩০/১১/০৬	২০০৬ সনের ৩২নং তাং ১০/০৮/০৬ ইং	১৮/০৪/১০
১৪৭	মিরপুর	১২	মিরপুর	১৯/০৭/০৪	২৮/০৮/০৪	২০০৮ সনের ৩৪নং গেজেট তাং ২১/০৮/২০০৮ ইং	১৮/০৪/১০
১৪৮	রামচন্দ্রপুর	০১	মোঃপুর	১৩/০৪/০৬	০৫/০৬/০৬	২০০৮ সনের ৩৪নং গেজেট তাং ২১/০৮/২০০৮ ইং	১৮/০৪/১০
১৪৯	পাড়াডগার	৩১	ডেমরা	২২/১০/০৭	০৩/১২/০৭	২০০৮ সনের ৩৪নং গেজেট তাং ২১/০৮/২০০৮ ইং	১৮/০৪/১০
১৫০	রাজাবাজার	০৩	তেজগাও	২৩/১২/০৭	০৩/০২/০৮	২০০৮ সনের ৩৪নং গেজেট তাং ২১/০৮/২০০৮ ইং	১৮/০৪/১০
১৫১	গড়ান চটবাড়ী	০৪	পল্লবী	২৩/১২/০৭	০৩/০২/০৮	২০০৮ সনের ৩৪নং গেজেট তাং ২১/০৮/২০০৮ ইং	১৮/০৪/১০
১৫২	ধানমন্ডি	১১	ধানমন্ডি	১৫/০১/০৮	২৬/০২/৮	২০০৮ সনের ৩৪নং গেজেট তাং ২১/০৮/২০০৮ ইং	২৯/০৭/০৯
১৫৩	বড় মগবাজার	০২	রমনা	২৭/০১/০৮	০৯/০৩/০৮	২০০৮ সনের ৩৪নং গেজেট তাং ২১/০৮/২০০৮ ইং	১৮/০৪/১০
১৫৪	নবাবচর	০৪	লালবাগ	২৭/০১/০৮	০৯/০৩/০৮	২০০৮ সনের ৩৪নং গেজেট তাং ২১/০৮/২০০৮ ইং	১৮/০৪/১০
১৫৫	সাতারকুল	১৩	গুলশান	০৩/০১/০৮	১৩/০২/০৮	২০০৮ সনের ৩৪নং গেজেট তাং ২১/০৮/২০০৮ ইং	২৭/০৯/১০

ক্র নং	মৌজার নাম	জে,এল নং	থানা	চূড়ান্ত প্রকাশনাকাল		গেজেট বিজ্ঞপ্তি নম্বর	জেলা প্রশাসকের অফিসে প্রেরণ
				আরম্ভ	সমাপ্ত		
১৫৬	শিবপুর	১০	ধানমন্ডি	০৯/০৩/০৮	২১/০৪/০৮	২০০৮ সনের ৩৪নং গেজেট তাং ২১/০৮/২০০৮ ইং	১৮/০৪/১০
১৫৭	মহাখালী	১৯	গুলশান	০৯/০৩/০৮	২১/০৪/০৮	২০০৮ সনের ৩৪নং গেজেট তাং ২১/০৮/২০০৮ ইং	১৮/০৪/১০
১৫৮	বাড্ডা	২২	গুলশান	২৭/০২/০৮	০৯/০৪/০৮	২০০৮ সনের ৩৪নং গেজেট তাং ২১/০৮/২০০৮ ইং	১৮/০৪/১০
১৫৯	রানাভোলা	০৮	উত্তরা	১৭/০২/০৮	৩১/০৩/০৮	২০০৮ সনের ৩৪নং গেজেট তাং ২১/০৮/২০০৮ ইং	১৮/০৪/১০
১৬০	নলভোগ	০৯	উত্তরা	১৭/০২/০৮	৩১/০৩/০৮	২০০৮ সনের ৩৪নং গেজেট তাং ২১/০৮/২০০৮ ইং	১৮/০৪/১০
১৬১	দিয়াবাড়ী	১০	উত্তরা	১৭/০২/০৮	৩১/০৩/০৮	২০০৮ সনের ৩৪নং গেজেট তাং ২১/০৮/২০০৮ ইং	১৮/০৪/১০
১৬২	কাটাসুর	০৬	মোঃ পুর	০৯/০৩/০৮	২১/০৪/০৮	২০০৮ সনের ৩৪নং গেজেট তাং ২১/০৮/২০০৮ ইং	২১/০৬/১০
১৬৩	সরাই জাফরাবাদ	০৭	মোঃ পুর	১৭/০২/০৮	৩১/০৩/০৮	২০০৮ সনের ৩৪নং গেজেট তাং ২১/০৮/২০০৮ ইং	১৮/০৪/১০
১৬৪	ইব্রাহিমপুর	০৫	ক্যান্টনমেন্ট	২৭/০২/০৮	০৯/০৪/০৮	২০০৮ সনের ৩৪নং গেজেট তাং ২১/০৮/২০০৮ ইং	১৮/০৪/১০
১৬৫	পাইক পাড়া	১৬	মিরপুর	১৭/০২/০৮	৩১/০৩/০৮	২০০৮ সনের ৩৪নং গেজেট তাং ২১/০৮/২০০৮ ইং	২১/০৬/১০
১৬৬	বালুধীতপুর	০৯	ডেমরা	২৩/০২/০৮	০৩/০৩/০৮	২০০৮ সনের ৩৪নং গেজেট তাং ২১/০৮/২০০৮ ইং	১৮/০৪/১০
১৬৭	নন্দীপাড়া	০৫	সবুজবাগ	১৭/০২/০৮	৩১/০৩/০৮	২০০৮ সনের ৩৪নং গেজেট তাং ২১/০৮/২০০৮ ইং	১৮/০৪/১০
১৬৮	সূত্রাপুর	০৩	সূত্রাপুর	২৩/০৩/০৮	০৬/০৫/০৮	২০০৮ সনের ৩৪নং গেজেট তাং ২১/০৮/২০০৮ ইং	২১/০৬/১০
১৬৯	জোয়ার সাহারা	০৩	ক্যান্টনমেন্ট	২৭/০২/০৮	০৯/০৪/০৮	২০০৮ সনের ৩৪নং গেজেট তাং ২১/০৮/২০০৮ ইং	১৮/০৪/১০
১৭০	পশ্চিম উলন	২১	গুলশান	০৮/০৯/০৫	১৬/১০/০৫	২০০৭ সনের ০৪ নং তাং-২৫/০১/০৭ ই	১৮/০৪/১০
১৭১	পূরাকৈর	১৫	উত্তরা	০৮/০৯/০৫	১৬/১০/০৫	২০০৭ সনের ০৪ নং তাং-২৫/০১/০৭ ই	১৮/০৪/১০
১৭২	কদমতলী	২৯	ডেমরা	১৭/০৯/০৭	৩০/১০/০৭	২০০৮ সনের ৩৫ নং তাং- ২৮/০০৮/০৮ ইং	২১/০৬/১০
১৭৩	তেজগাঁও শি/এ	০৬	তেজগাঁও	০৮/০৪/০৮	২২/০৫/০৮	২০০৯ সনের ১৬ নং তাং- ১৬/০৪/০৯ ইং	১৮/০৪/১০
১৭৪	তেজগাঁও	০৫	তেজগাঁও	০৮/০৪/০৮	২২/০৫/০৮	২০০৯ সনের ১৬ নং তাং- ১৬/০৪/০৯ ইং	২১/০৬/১০
১৭৫	বড় কাঠালদিয়া	০৭	গুলশান	১০/০৪/০৮	২৬/০৫/০৮	২০০৯ সনের ১৬ নং তাং- ১৬/০৪/০৯ ইং	২১/০৬/১০
১৭৬	বড় বেরাইদ	০৯	গুলশান	১০/০৪/০৮	২৬/০৫/০৮	২০০৯ সনের ১৬ নং তাং- ১৬/০৪/০৯ ইং	১৮/০৪/১০
১৭৭	কাফরুল	০৬	ক্যান্টনমেন্ট	১৫/০৪/০৮	২৮/০৫/০৮	২০০৯ সনের ১৬ নং তাং- ১৬/০৪/০৯ ইং	১৮/০৪/১০
১৭৮	দ্বিগুন	০২	পল্লবী	১৫/০৪/০৮	২৮/০৫/০৮	২০০৯ সনের ১৬ নং তাং- ১৬/০৪/০৯ ইং	২৭/০৯/১০
১৭৯	উঃ সেনপাড়া পর্বতা	১১	পল্লবী	১৭/০২/০৮	৩১/০৩/০৮	২০০৯ সনের ১৬ নং তাং- ১৬/০৪/০৯ ইং	২৭/০৯/১০
১৮০	সেনপাড়া পর্বতা	১৭	মিরপুর	২০/০৪/০৮	০২/০৬/০৮	২০০৯ সনের ১৬ নং তাং- ১৬/০৪/০৯ ইং	২৭/০৯/১০

ক্র নং	মৌজার নাম	জে,এল নং	থানা	চূড়ান্ত প্রকাশনাকাল		গেজেট বিজ্ঞপ্তি নম্বর	জেলা প্রশাসকের অফিসে প্রেরণ
				আরম্ভ	সমাপ্ত		
১৮১	ভাটারা	১৫	গুলশান	২২/০৪/০৮	০৪/০৬/০৮	২০০৯ সনের ১৬ নং তাং- ১৬/০৪/০৯ ইং	১৮/০৪/১০
১৮২	বাউনিয়া	০১	পল্লবী	২২/০৪/০৮	০৪/০৬/০৮	২০০৯ সনের ১৬ নং তাং- ১৬/০৪/০৯ ইং	২৭/০৯/১০
১৮৩	বরুয়া	০১	গুলশান	০৫/০৫/০৮	১৬/০৬/০৮	২০০৯ সনের ১৬ নং তাং- ১৬/০৪/০৯ ইং	২১/০৬/১০
১৮৪	ফায়দাবাদ	১৪	উত্তরা	০৫/০৫/০৮	১৬/০৬/০৮	২০০৯ সনের ১৬ নং তাং- ১৬/০৪/০৯ ইং	২৭/০৯/১০
১৮৫	শহর খিলগাঁও	০২	সবুজবাগ	০৮/০৫/০৮	১৯/০৬/০৮	২০০৯ সনের ১৬ নং তাং- ১৬/০৪/০৯ ইং	১৮/০৪/১০
১৮৬	মোহাম্মদপুর আ/এ	০৩	মোঃ পুর	০৮/০৫/০৮	১৯/০৬/০৮	২০০৯ সনের ১৬ নং তাং- ১৬/০৪/০৯ ইং	২১/০৬/১০
১৮৭	শহর ঢাকা	০১	কোতয়ালী	১৪/০৫/০৮	২৬/০৬/০৮	২০০৯ সনের ১৬ নং তাং- ১৬/০৪/০৯ ইং	২১/০৬/১০
১৮৮	দনিয়া	৩০	ডেমরা	১২/০৫/০৮	২৩/০৬/০৮	২০০৯ সনের ১৬ নং তাং- ১৬/০৪/০৯ ইং	১৮/০৪/১০
১৮৯	দক্ষিন খান	১৬	উত্তরা	২৭/০৫/০৮	০৭/৭/০৮	২০০৯ সনের ১৬ নং তাং- ১৬/০৪/০৯ ইং	১৮/০৪/১০
১৯০	উত্তর খান	১৯	উত্তরা	২৬/০৫/০৮	০৯/০৭০৮	২০০৯ সনের ১৬ নং তাং- ১৬/০৪/০৯ ইং	২৭/০৯/১০
১৯১	ডগার	৩২	ডেমরা	৩০/০৮/০৯	১৪/১০/০৯	২০০১০সনের ২৬ নং তাং- ০১/০৭/১০ ইং	২১/০৬/১০

৩.৩ ঢাকা সিটি জরিপের রীট এবং আন্যান্য কারণে চুড়ান্ত প্রকাশনা ও গেজেট বিজ্ঞপ্তি স্থগিত খতিয়ানের তালিকা (পরবর্তীতে নিস্পত্তিকৃত রীট সংশ্লিষ্ট খতিয়ান ব্যতীত)

ক্র নং	মৌজার নাম	জে,এল নং	থানা	খতিয়ান নং
০১	গুলশান আ/এ	১৭	গুলশান	৬২৮, ৮০১,৮০৩ এবং ১১৬৫= ০৪ টি।
০২	দঃ শহর খিলগাঁও	০১	মতিঝিল	২৩৯৯, ২৪৯১,৩১৭২,৩১৭৩,৩১৭৪,৩১৭৫,৩১৭৯,৩১৮১,৩১৮২,৩১৮৩ ১২১৬ = ১১ টি।
০৩	রাজারবাগ	০৭	সবুজবাগ	১৯৯৯,৪৬৯০ = ০২ টি।
০৪	ওয়ারী	০১	সুত্রাপুর	৫৩৯২= ০১ টি ও (৮৯৪০ নং দাগ)।
০৫	রামচন্দ্রপুর	০১	মোহাম্মদপুর	২৮৫৭ নং খতিয়ানের ৮৬৩ নং দাগ, ২৭৭৪ নং খাতিয়ানের ৮৬২ নং দাগ, ৫৪৪৩ নং খতিয়ানের ৬৭৫৪,৬৭৫৫,৬৭৫৬ নং দাগ, ৯১৯ নং খতিয়ানের ৫৪৫ নং দাগ, ৮৪ নং খতিয়ানের ৬৬৮১ নং দাগ, ৪২০২ নং খতিয়ানের ১৯৫১ নং দাগ। =০৭টি।
০৬	কাটাসুর	০৬	ঐ	৪৫০,৩৩৬,৭৯৮,১০৯৮,২০৮,২০৭৬,২৫১৯,৩২৬৭ ২৭০৮,৩৮৫৭,৩৮৬০,৪০৪৩,=১২ টি।
০৭	সরাইজাফরাবাদ	০৭	ঐ	১২৫৯,৩১৩= ০২ টি।
০৮	মিরপুর	১২	মিরপুর	১৩৮৬, নং খতিয়ানের ১৩৫৫,১৩৫৭,১৩৫৯ নং দাগ = ০১টি।
০৯	পাইকপাড়া	১৬	ঐ	৪৪৫৯= ১টি।

ক্র নং	মৌজার নাম	জে,এল নং	থানা	খতিয়ান নং
১০	রানাভোলা	০৮	উত্তরা	৬২৭, ৭১৮,৪০৮,১১১= ০৪ টি
১১	দিয়াবাড়ী	১০	ঐ	৭৭,১৩০,১৩৯৪,১৩৯৫,১৪৯৫= ০৫টি।
১২	নলভোগ	০৯	ঐ	০৪,৮৩,১১৪,২৫৩,২৫৪,৫৬৯,১০২৪,১০১২৭,১৪৩৪,১৫৩০,৪১২,৭৪০ ও ১১৯৯ = ১৩ টি।
১৩	নন্দীপাড়া	০৫	সবুজবাগ	১/১= ০১টি।
১৪	বাড্ডা	২২	গুলশান	১,৩৭৩৪,১৪৯২১ = ০৩ টি।
১৫	সাতারকুল	১৩	ঐ	৬৮১৩,৭৬৯ = ০২ টি।
১৬	মহাখালী	১৯	ঐ	০৪,৩৫,৭৬,৪৬৫,৮২১,৮৭৯,৮৯৮,১০৭০,১০৭৪,১৩৫৯,১৪০২,১৪৩৯, ১৪৭৫,১৬০০,১৫২০,১৯৪০,১৯৫১,১৯৫৬,২৩২৫,২৩৩২,২৩৩৩,১৭৭৮, ২০০৭,২১,১৩০১,২০১৭,০৩,১৩ ও ২১৫৮ = ২৯ টি।
১৭	জোয়ারসাহারা	০৩	ক্যান্টনমেন্ট	০৬,৯৩৪,১২৪১,৩২৭২,৩৮৮২,৫০২৯,৫৭৫৫,৬৪২৯,৬৪৩০,৬৮৭৫, ৭২৫৩,৭৫০৭,৭৬০৩,৮৮৬৮,৯৬০৩,১০০৯৫,১০২৯৫,১১৮৯৮,১১৯৩৭, ১২১২০, ১২৮৯৩,১৪৪৫৬,১৯০১৪,১৯১৪৪,৫৯১৬ ও ১১৫৫৮ = ২৬ টি।
১৮	নবাবচর	০৪	লালবাগ	৪১৯ = ০১ টি।
১৯	লালবাগ	০৮	লালবাগ	৬৯০১ ও ৬৯০২ = ০২ টি।
২০	শিবপুর	০৯	ধানমন্ডি	১০২৯,১০৩০,১০৩১ = ০৩ টি।
২১	ধানমন্ডি	১১	ঐ	২৬ = ০১টি।
২২	বড় মগবাজার	০২	রমনা	২৫১৩,১১৯,২৪২৪ =০৩টি।
২৩	সূত্রাপুর	০৩	সূত্রাপুর	৫১৩৭,৪৫৮৫ = ০৩টি।
২৪	রাজাবাজার	০৩	তেজগাঁও	১,৭১,১৩৮,২৭১,২৯১,৩৭৬,৩৭৭,৪৩৭,৫১৬, ৮৩৩,৮৬৩,৯০৮,১০৫১, ১০৬২,১১৩৪,১২০১,১২৮৬,১৩১১,১৩৯৯, ১৪৭১,১৪৭৮,১৪৭৯,১৪৮৪, ১৪০২,১৪৩৪,৬৪৪,১৪৭৪,১৪৭৬,১৪৮০ = ২৯ টি।
২৫	সেনপাড়াপর্বতা	১৭	মিরপুর	০৭ ও ১৫৬৩৫ = ০২টি।
২৬	তেজগাঁও	০৫	তেজগাঁও	১৯৮৯,২৮৯৩,১৩৬৭,২২৫১ এবং ৩০৭৮, ৩০৮৩ হতে ৩০৯০ পর্যমত =১২টি।
২৭	তেজগাঁও শি/এ	০৬	ঐ	০৪,৭৮,৩৪৮,১১১৯,১১৮৭,১৪৬০,১৫০০,১৬৪৫,১৬৯১ এবং ১৬৯২=১০টি।
২৮	বরতয়া	০১	গুলশান	১৭৭৬,৩৮৮২ এবং ৩৮৯১= ০৩টি।
২৯	ভাটারা	১৫	ঐ	৯৫৭,১০৪৩,১৪৬২,১৫৭৪,২১৬৬,২১৯৫,২৫১৮,৩৬১৯,৩৬৪১,৪০৩৩, ৪৪৮২, ৪৭৮৯,৮৩২১ এবং ৮৬০২= ১৪টি।
৩০	বড় কাঠালদিয়া	০৭	ঐ	১৮১০= ০১টি।
৩১	কাফরতল	০৬	ক্যান্টনমেন্ট	০৫, ৯৬, ১১১, ৩১৩, ৩১৮, ৩৩০, ৬৫৮, ৭১৩, ৭৯৪, ৭৯৫, ৮৩৩, ৮৮৬, ১৩০১, ১৩৬৭, ১৫৯৯, ১৬৪৪, ১৮৩৯, ১৯২৪, ২০৭৬, ২৪৩৯, ২৭০৭, ২৭২৭, ২৭৭৯, ২৮১৮, ৩০০৫, ৩০২৩, ৩০৭৬ এবং ৩২৮৫= ২৮টি।
৩২	শহর খিলগাও	০২	সবুজবাগ	০৫ এবং ২৬২৩ =০২টি।
৩৩	শহরা ঢাকা	০১	কোতয়ালী	০১, ১৯, ৫৭৭, ৭৯৩, ১০৯৫, ২২২০, ২৩০৯, ২৩১৭, ২৫১২, ৩১০০, ৩৩১০, ৩৩৪০, ৩৪৪২, ৪০৪৪, ৪২০৮, ৪৪৩৯, ৪৬০৪, ৪৬৬৮, ৪৮৬৩, ৪৯৬৮, ৫৯২৫, ৬৭১০, ৭২০৯, ৭৩৭৫, ৭৮১০, ৭৯৪০, ৮০৯৯, ৮১৫৮, ৮৩৮০, ৮৪৭৪, ৮৮৪২, ৮৯৭৪, ৮৯৭৫ এবং ৮৯৯৫= ৩৪টি।

ক্র নং	মৌজার নাম	জে,এল নং	থানা	খতিয়ান নং
৩৪	মোঃপুর আ/এ	০৩	মোহাম্মদপুর	০৩, ০৪, ৫৮৯, ৯০৮, ৯১৪, ১৪৮১, ১৫০৬, ১৫৫০, ১৫৭৯, ১৬৬৭, ১৬৯২, ১৭০৬ ১৭৪৭, ১৭৬২, ১৯৩৯, ২১২৮, ২৪৮১, ২৮৮৫, ২৯৬১, ৩০৪৩, ৩২৯২, ৩৩৫৪ ৩৬৬১, ৩৬৬৬, ৩৮৯৮, ৩৯৬৫, ৪০০৪, ৪২২০, ৪২২৪, ৪২২৫, ৪৩৯২, ৪৩৯৬, ৪৫২৪ এবং ৪৬৩৯= ৩৪টি।
৩৫	দনিয়া	৩০	ডেমরা	৪১৭৭ এবং ৭৫৬৭ =০২টি।
৩৬	ফায়দাবাদ	১৪	উত্তরা	৩২৯৮=০১টি।
৩৭	উত্তর খান	১৯	ঐ	০২, ৪০৭, ৫৬৭, ৯৪৯, ১১০৬, ১১২৩, ১২৭৬, ১২৮৪, ১২৯২, ১৪২৬, ২৩১৮, ১৬৪১, ১৯২৩, ২১৭৮, ২৩৬৩, ২২৮৯, ২৪৪৯, ২৪৫৪, ২৬৩৬, ৩০৪২, ২৯৭১, ২৯৭৪, ৩২০০, ৩৫৯৬, ৩৭৬১, ৩৭৭৩, ৩৭২৬, ৩৮৫৯, ৩৭০৬, ৩৯৩৫, ৩৮২৮, ৩৮৫৫, ৪২০০, ৪৪১২, ৪৪২২, ৪২৩১, ৪৯৭৪, ৪৮৩৪, ৪৫০৯, ৪৯৩৭, ৪২৫৬, ৫৯৯৮, ৫২৩৩, ৫৬৯১, ৫৮৬১, ৫৬৩৪, ৫৫৭৭, ৬৫৪৩, ৬৭৭৫, ৬৪৯০, ৬২৩৬, ৭২৪২, ৭৯১১, ৭৭৮৮, ৭৮৭২, ৭৯১২, ৭২৭৭, ৭৬৮৯, ৭১৭২, ৮০৬২, ৮৫৫২, ৮৪৯০, ৮৩০৪, ৮২৯৪, ৮৯৯৮, ৮৭৩০, ৮৬১৮, ৮০৬০, ৮৯০৩, ৮৪৯১, ৮৩০৫, ৮৯০৫, ৮৯৯৯, ৯১৪৪, ৯৭৩৯, ৯১৬৪, ৯৫৯১, ৯৫৮১, ৯৭২৮, ৯৮৪৬, ৯৯১৬, ৯৭১৩, ৯৪৬৩, ১০১৭৬, ১০৩১৩, ১০৫১৯, ১০৯৬৪, ১০৪১৪, ১০৫২৯, ১০৩২২, ১১৭৫১, ১১০৫৫, ১১৬৫১, ১১৪৩০, ১১৫৮৯, ১১০১১, ১১০১২, ১২৯৪৩, ১২০৯৪, ১২২১৮, ১২৪০৭, ১২১৪০, ১২৫৯৮, ১২৯০৯, ১২১০৬, ১৩৫৬৮, ১৩৯২৬, ১৩৪৬৩, ১৩৮৩৬, ১৩২৫২, ১৩৩৩৯, ১৩৬৫১, ১৩৬৪১, ১৩৪৬২, ১৩৪৬১, ১৩৪৯৭, ১৩২৫৮, ১৪৮৩৮, ১৪০৭৩, ১৪৩৮৬, ১৪০২৬, ১৫৩১২, ১৪৪৯৩, ১৫১১৪, ১৫২১৭, ১৫৪০১, ১৫৩৬৬, ১৬৬৫৩, ১৬৬৫০ এবং ১৪৩৪৮=১৩০টি।
৩৮	দ্বিগুন	০২	পল্লবী	১৭৯৩,১৯১৩=০২টি।
৩৯	বাউনিয়া	০১	ঐ	০৪, ২২, ৫০,৫৯, ২০৭, ১৪৫, ৩৮৮, ৫৬৫, ৫৯৯, ৬৯৫, ১১৫৬, ১৩৬৮, ১৭৫৫, ১৭৬০, ১২৬৪, ১৫৬৪,১৬২৯, ১৬৫৪, ১৬৮৮, ১৬৯৪, ১৯৮৩, ১৬৩০, ২০৭১, ২০৭৭, ২২৩৮, ২২৯৮, ২৫১০, ২৬৫০/১, ২৬৮২, ২৪৯১, ২৭৩৪, ২৪৯৫, ২৪৩৮, ৩৩৮৯, ৩৩৪৫, ৩৯৫৮, ৩৯০২, ৩৮১৫, ৩৭৬৫, ৩৬২৭, ৩৪৪১, ৩৪৩৮, ৩১৭০, ৪০৪৫, ৪১৯৬, ৪৭৯৭, ৪৮৭৬, ৪৯২১, ৪৪৩০, ৪৮৭৩, ৪৫৮৩, ৪৭৯৫, ৪৯১৯, ৪৫৯১, ৪৪৯১, ৪২৭৬, ৪৫০৬, ৪৬৪২, ৪৬৪৩, ৪৮৮০, ৪৯৬৫, ৫৯৩২, ৫৮৭৪,৫৭২৪, ৫৩৫৬, ৫৪৫৫, ৫৬১৫, ৫৬৭০, ৫৭২৭, ৫৭৪০, ৫৭৯৬, ৫৮৩০, ৫৯৪৯/১, ৬০৬৯, ৬৬৩১, ৬৭৩৫, ৬৭৩৬, ৬৭৬৯, ৬১৭০, ৬৪৩৮, ৬৭২৮, ৭০৬৫, ৭৮৪২,৭৬৫৭, ৭০৩৯, ৭০৫৭, ৭৩৪২, ৭৪৪৪, ৭৭৩৭, ৭৮৩১, ৮৬৫২, ৮০৪৭, ৮৩৭৫,৮৩৭৮ ,৮৩৮৫, ৮৪৩০, ৮৪৭৬, ৮৫৩২, ৮৫৫০, ৮৬২৭, ৮৬৯৯, ৮৭২১, ৮৭২৩,৮০০১, ৮৯০৮, ৯৫৩৩, ৯৫৬৩, ৯২৬৯, ৯৬৩৩, ৯৮৯৮, ৯৬৫১, ৯৯০৩, ৯৬৪৩, ২৭৬, ৯৯০৪, ৯৬৪২, ৯১২৪, ৯২৫৪, ৯৫৬৬, ৯৯৮১, ১০৬৯১, ১০৭৫৪, ১০২৪০, ১০৫৭৩, ১০১৬৫, ১০১৭০, ১০৫০৫, ১১৪৩০, ১১৪৩১, ১১৫৬৬, ১১১৮২, ১১২৯০, ১১৩৩৮, ১১৪৩৩, ১১৫৯২, ১১৬৪৪, ১১৮৪৩, ১১৭১১, ১২০১০, ১২৯১০,১২৮৯৫, ১২৪৭৭, ১২৪৮২, ১২৫৩৪, ১২৫৩৮, ১২৪৭২, ১২০৫২, ১২০৯৩, ১২৩৬১, ২৩৬৮, ১২৬২১,১৩৮৮৫, ১৩৮৮৬, ১৩০৮০, ১৩০৮১, ১৩০৮২, ১৩৮৭১, ১৪১৭৬, ১৪২৫৬, ১৪২৫৯, ১৪৪৯৮, ১৫০৭৬, ১৫১২৩ এবং ১৫১৩৪=১৬৪টি।
৪০	উঃ সেনপাড়া পবর্তা	১১	পল্লবী	১৭৫, ১৭৯, ২২৫, ৩২৮, ৪৬৯, ৫২৪, ৮৯৫, ৯৮৭, ৯৮৮, ১০৬৭, ১১৪৪, ১১৪৫, ১৩৮৩, ১৪৪৮, ১৪৬৮, ১৭১৩, ১৭১৫, ১৮৮৫, ১৯১০, ২০৩২, ২১০৭, ২২০১, ২৫৪৬, ২৬২৯, ২৬৭২, ২৭৮৯, ২৯৪৮, ২৯৪৯, ৩০২৫, ৩১২৬, ৩২৬১, ৩২৮৭, ৩৪০১, ৩৫৩৬, ৩৫৯২, ৩৯৬৮, ৪০০২, ৪০৪২, ৪০৫৭, ৪৩০৪, ৪৪৩২, ৪৪৭৯, ৪৫৩৪, ৪৫৯৫, ৪৬৭২, ৫০৯৪, ৫৩০০, ৫৪৪৮, ৫৪৪৯, ৫৫৩০, ১২, ১৯১৮, ৩৬৬, ৬১৪, ৮০০, ৯২২, ১৪২১, ১৫৯৩, ১৫৩৬, ১৬৭৬, ১৭৭৭, ১৮৭০, ১৮০৩, ১৮৯৯, ২০৫২, ২০২৪, ২০২২, ২০৩৫, ২০৩৭, ২১৮৯, ২১৫০, ২৩০০, ২৫৫১, ২৭৬৭, ২৭৭৭, ২৭৬০, ২৮২৩, ২৯৯০, ৩০৩২, ৩০২১, ৩১৬১, ৩২০৬, ৩২০৯, ৩৪৬২, ৩৫২২, ৩৭৬৫, ৩৭৭৫, ৩৮৭৬, ৩৯৭৮, ৪০৫১, ৪০৯৮,

ক্র নং	মৌজার নাম	জে,এল নং	থানা	খতিয়ান নং
				৪০৬০, ৪১৩৫, ৪২৮৬, ৪২৭৩, ৪৩৭৩, ৪৪৭৮, ৪৪৬৬, ৪৪৯৭, ৪৫৭৩, ৪৮১১, ৪৯১৪, ৪৯১১, ৪৯৪৫, ৫০৬৯, ৫০৯৪ ও ৮৮১১নং খতিয়ান ব্যতীত।

৩.৫ <u>এক নজরে ঢাকা সিটি জরিপের সরকারী ব্যয় এবং আয়ঃ</u>

১৯৯৫-৯৬ অর্থবছর হতে ২০১১-২০১২ পর্যন্ত

মোট ব্যয়িত অর্থ = ৮,৯৪,৬৫,৬৮৬.৫০/- (আট কোটি চুরানব্বই লক্ষ পয়ষট্টি হাজার ছয়শত ছিয়াশি টাকা)

<u>মোট আয়ঃ</u>

ক) নক্সা বিক্রি = ৫৭,৫৪,৬৪০/-

খ) খতিয়ান বিক্রি = ৩২,৮৪,৮১০/-

গ) কোর্ট ফি = ৬৭,৫৪,৯৬১/-

ঘ) বদর ফি = ৩,৯২,৩৩৯/

মোট আদায়কৃত টাকা = ১,৬১,৮৭,৩৫০/-(এক কোটি একষট্টি লক্ষ সাতাশি হাজার তিনশত পঞ্চাশ টাকা) ।

৩.৬ <u>ঢাকা সিটি জরিপ চলাকালিন দায়িত্ব পালনকারী সেটেলমেন্ট অফিসারগণের নামের তালিকাঃ</u>

ক্রঃ নং	নাম	কার্যকাল	
		হতে	পর্যন্ত
০১.	জনাব মোঃ হেমায়েত উদ্দিন তালুকদার	০৩-০১-১৯৯৫	০৬-০৭-১৯৯৮
০২.	জনাব এ এস এম হানিফ উদ্দিন সরকার	০৭-০৭-১৯৯৮	১৩-০৭-১৯৯৯
০৩.	জনাব এ কে এম ওয়াহেদুল ইসলাম	১৮-০৭-১৯৯৯	১৫-০১-২০০১
০৪.	জনাব মাহমুদ হোসেন আলমগীর(অঃদাঃ)	১৬-০১-২০০১	২৫-০৫-২০০১
০৫.	জনাব মোহাম্মদ বদরুল হুদা	২৫-০৫-২০০১	২৭-০২-২০০২
০৬.	জনাব মোঃ বাহাজ উদ্দিন মিয়া	২৫-০২-২০০২	১৫-০৬-২০০৪
০৭.	জনাব মোঃ মতিয়ার রহমান(অতিঃ দাঃ)	১৫-০৬-২০০৪	১৫-০৭-২০০৪
০৮.	জনাব মোঃ বালিজুর রহমান	১৫-০৭-২০০৪	১৫-০৭-২০০৭
০৯.	জনাব ফায়েকুজ্জামান চৌধুরী	২৭-০৬-২০০৭	১৩-০৭-২০১০
১০.	জনাব মোঃ গোলাম রব্বানী (অতিঃ দাঃ)	১৩-০৭-২০১০	২৬-০৭-২০১০
১১.	জনাব মোঃ শামসুল আলম	২৫-০৭-২০১০	অদ্যাবধি

৩.৬ সিটি জরিপের সীমাবদ্ধতা, ত্রুটিসমুহ ও সাফল্যঃ

সিটি জরিপ নানা কারণে আলোচিত সমালোচিত হয়েছে। মাঠপর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের পর থেকে নতুন নকশা ও খতিয়ান পেতে ভূমি মালিকদের দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয়েছে। এই দীর্ঘসূত্রিতার অন্যতম প্রধান কারণ হলো জরিপের বিভিন্ন স্তরে মামলা মোকদ্দমা দায়ের হওয়া। সিটি জরিপের পূর্ববর্তী জরিপ সমুহে জরিপ কার্যক্রমের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার সঠিক পরিসংখ্যান নেই। কিন্তু সিটি জরিপের সময় মহামান্য হাইকোর্টে প্রচুর রীট দায়ের হয়। এ সকল রীটের কারণে অনেক ক্ষেত্রে সমগ্র মৌজার প্রকাশনা স্থগিত রাখতে হয়েছে, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে রীট সংশ্লিষ্ট খতিয়ানের প্রকাশনা বন্ধ রাখতে হয়েছে। যাহোক, ভূমি মালিকদের ভোগান্তি হ্রাসে সরকারের আইন কর্মকর্তাদের আরো উদ্যেগী ভূমিকার প্রয়োজন রয়েছে। সিটি জরিপ সম্পর্কে আরেকটি বড় অভিযোগ হলো সরকারী সম্পত্তি বেহাত হওয়া অর্থাৎ বেসরকারী মালিকানায় রেকর্ডভূক্ত হওয়া। সরকারী সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের মূল দায়িত্ব ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের অর্থাৎ জেলা প্রশাসক, উপজেলা পর্যায়ে সহকারী কমিশনার (ভূমি) এবং ইউনিয়ন ভূমি কর্মকর্তার। সার্ভে অ্যাক্ট ১৮৭৫ এর ৪ ধারার বিধান মোতাবেক জমির সীমানা চিহ্নিত করে রাখার দায়িত্ব ভূমি মালিকদেরই। সে হিসেবে সরকারী জমির সঠিক চিহ্নিতকরণ ও রেকর্ডকরণের দায়িত্ব ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের। অধিকাংশ ক্ষেত্রে জরিপ চলাকালে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের গাফিলতির জন্য সরকারী জমি বেহাত হয়েছে। তবে এ সংক্রান্ত অভিযোগ নজরে আসা মাত্র আইনানুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। সিটি জরিপের নক্সায় ঢাকার অনেক খাল অংকিত না হওয়ায় জরিপের বিধি বিধান অনুযায়ী নকসায় একটি মৌজার ভূমি খন্ডগুলো হুবহু অংকন করা হয়ে থাকে। ঢাকা শহরের অধিকাংশ খাল বিভিন্ন উপায়ে ভরাট হয়ে গিয়েছে। কোন কোন খাল সরকার কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় রাস্তায় রুপান্তরিত করা হয়েছে। আবার কোন কোন খাল প্রভাবশালী অবৈধ দখলদারদের মাধ্যমে ভরাট হয়ে সেখানে নানা স্থাপনা এমনকি বহুতল ভবন পর্যন্ত গড়ে উঠেছে। সরেজমিনে খালের অস্তিত্ব না থাকায় নক্সায় তা অংকনের সুযোগ নেই। জমির শ্রেণী পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করা বা অনুমোদন করা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের কাজ। এক্ষেত্রেও তাদের গাফিলতির জন্য ঢাকা শহরের খালসমুহ নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। সিটি জরিপে এবং পূর্ববর্তী আর এস জরিপে বুড়িগঙ্গা নদীর কিছু অংশ ব্যক্তি মালিকানায় রেকর্ড দেওয়া হয়েছে মর্মে অভিযোগ রয়েছে। বাস্তবে এ সকল জায়গা জেলা প্রশাসন হতে বিভিন্ন ব্যক্তি নামে বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়েছে এবং বন্দোবস্তের ভিত্তিতে পরবর্তীতে তারা জরিপে রেকর্ডভূক্ত করতে সক্ষম হয়েছে।

এ সকল ত্রুটি বিচ্যুতি সত্বেও সিটি জরিপ নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণঃ

এ জরিপেই প্রথম কম্পিউটরাইজড পদ্ধতিতে খতিয়ান ছাপানো হয়। নকশা মুদ্রণেও আধুনিক যন্ত্রপাতি ও প্রযক্তিব্যবহার করা হয়েছে। সিটি জরিপের খতিয়ান সমুহের বিশাল ডাটাবেইজ তৈরী করা হয়েছে। এর ফলে খুব দ্রুত খতিয়ানের সঠিকতা যাচাই ও তথ্য সরবরাহের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। আবার সিটি জরিপের নকশা স্ক্যান (ডিজিটাইজ) করে জিও রেফারেন্সিং - এর মাধ্যমে ডিজিটাল নকশায় পরিণত করার কার্যক্রম ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। ফলে আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে দ্রুত ও স্বল্প ব্যয়ে ভূমি মালিকদের রেকর্ড সরবরাহের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এটি বিরাট অগ্রগতিঢাকা সেটেলমেন্টের নিজস্ব প্রেস খতিয়ান এন্ট্রি ও ছাপানো কার্যক্রম শুরু করেছে। এর মাধ্যমে খতিয়ান ছাপানো বিকেন্দ্রীকরণ আরম্ভ হয়েছে। অনান্য জোনে এ কার্যক্রম চালু করা গেলে জটিলতা অনেক কমে আসবে। আবার সিটি জরিপের নকশা স্ক্যান (ডিজিটাইজ) করে জিও রেফারেন্সিং - এর মাধ্যমে ডিজিটাল নকশায় পরিণত করার কার্যক্রম ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। ফলে আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে দ্রুত ও স্বল্প ব্যয়ে ভূমি মালিকদের রেকর্ড সরবরাহের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এটি বিরাট অগ্রগতি।

৩.৭ ফটোগ্যালারীঃ

সেটেলমেন্ট প্রেসে স্থাপিত খতিয়ান মূদ্রনে আধুনিক কম্পিউটর ডাটাবেজ সার্ভার

সেটেলমেন্ট প্রেসে কম্পিউটরাইজড পদ্ধতিতে খতিয়ান ছাপানো আধুনিক ল্যাব

হেডেল বাগ ম্যাপ প্রিন্টিং মেশিন(অধিদপ্তরে নকশা ছাপাখানায় ব্যবহৃত অত্যাধুনক যন্ত্র)

ম্যাপের ফ্লিম তৈরীর ক্যামেরা

নেগেটিভ প্রসেস মেশিন

সেটেলমেন্ট প্রেসে স্থাপিত আধুনিক প্লটার মেশিন (ম্যাপ প্রিন্টিং)

হ্যান্ডফিড মেশিনঃ নকশা মুদ্রণের জন্য ব্যবহৃত মেশিন হ্যান্ড ফিড মেশিন

কাটিং মেশিনঃ নকশার পার্শ্ব কাটার জন্য ব্যবহৃত

ওপিআই মেশিনঃ হস্তচালিত প্রিন্টিং মেশিন

মন্দির মেশিনঃ হস্তচালিত খতিয়ান মুদ্রণ মেশিন

রেফারেন্স/ গ্রমহপঞ্জী

১। বাংলা পিডিয়া ২। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো,২০১৩ ()

৩। Rai S. N. Banargi Bahaduer, 1921, Final report on the River Improvements, Dacca, Bengal Secretariat Press, Calcutta

৪। আবহাওয়া অধিদপ্তর, বাংলাদেশ ।